উৎকর্ষবিধান।

উপক্রমণিকা।

জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জাতির, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। কার্য্যাকার্য্য স্থির হইলে, অকার্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বভাবতই কাহারো প্রবৃত্তি হয় না; সুতরাং আজীবন কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, সংসারের সার পদার্থ সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতে পারাযায়। কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান না থাকিলে, কখন কখন অভীষ্ট লাভের অভিলাষে অজ্ঞান বশতঃ অকর্ত্তব্য কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি না হইয়া প্রত্যুত নানা অনিষ্টই উৎপন্ন হইতে থাকে এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

যে কর্ম্ম দ্বারা আপনার বা অন্যের বাস্তবিক

সুখ উৎপন্ন হয়, অথবা আপাততঃ কিঞ্চিৎ অ[illegible] হইয়াও পরে মহৎ সুখ জন্মে, তাহা কর্ত্তব্য; আর যদ্দ্বারা দুঃখ জন্মে, অথবা প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ সুখ হইয়াও পশ্চাৎ মহা দুঃখে পতিত হইতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিতে হইবে। কিন্তু কি কর্ম্ম করিলে বাস্তবিক সুখ জন্মে, ও কি কর্ম্ম করিলে অসুখ জন্মে, নানা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে, তাহা কোন রূপেই নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। সুতরাং নানা বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জন করা সংসারী ব্যক্তির অবশ্যই আবশ্যক। জ্ঞান না থাকিলে [illegible] সর্ব্বদা অকার্য্য করিয়া অশেষ ক্লেশ [illegible] করিতে হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে, সদা সাধুসঙ্গে থাকিয়া, বিচক্ষণ সজ্জনের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিতে হয় (১), প্রাচীন প্রবীণ পণ্ডিতগণের প্রণীত উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় (২), এবং সুশীল ব্যক্তিবর্গের আচরিত সদ্ব্যবহার সর্ব্বদা দর্শন ও শ্রবণ করিতে হয় (৩)। নিবিষ্ট চিত্তে এইরূপ চেষ্টা করিলে, যদিও যাবতীয়

বিষয়ের না হউক, অনেক বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জন অবশ্যই হইতে পারে। তাহা হইলে আর যাবজ্জীবন সুখ সম্পত্তি সম্ভোগের কিছুই অসদ্ভাব থাকে না। ফলতঃ সংসারে যিনি যৎপরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন, তিনি তদনুযায়ি সুখ সম্ভোগের পাত্র হইবেন।

নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ এক দিনে অথবা একবারে হইতে পারে না। এই বিস্তীর্ণ সংসারে এমত বিস্তর বিষয় আছে যে পুরুষ-পরম্পরায় সম্পূর্ণ চেষ্টা করিলেও যাবতীয় বিষয় কদাপি অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যতই জানিতে পারা যায় ততই লাভ; সুতরাং যত কাল জীবিত থাকিতে হইবে, মনুষ্যের উচিত, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে নানা বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জনে নিত্যই প্রবৃত্ত থাকে। আমরা যৎপরিমাণে জ্ঞানার্জ্জন করিব তৎপরিমাণে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণের সার্থকতা লাভ করিতে পারিব। আমরা যত প্রবীণ লোকের সদুপদেশ গ্রহণ করিব, যত গ্রন্থপাঠ করিব, এবং [illegible]ীল সুজ্জনের ব্যবহার যত অবলোকন করিব, ততই আমরা

নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিব, ততই আমা-
দিগের প্রবীণতা ও বিচক্ষণতা জন্মিবে, এবং
ততই আমাদিগের কার্য্যাকার্য্য বিবেচনার সামর্থ্য
হইবে। সুতরাং মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া আলস্য
পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বিষয় সকল
জানিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
সংশয় নাই।

কোন গুণবান্ ব্যক্তির গুণের উপযুক্ত পুর-
স্কার দেখিলে সকলেরই সেইরূপ গুণবান্ ও
তাদৃশ পুরস্কার-ভাজন হইতে ইচ্ছা হয়। আর
সেই গুণশালী ব্যক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্যে
অনুষ্ঠান করিয়া জীবনযাত্রা চরিতার্থ করেন এবং
লোক-সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি প্রাপ্তি পূর্ব্বক
যেরূপ সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিতে থাকেন, সেই
দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া মনস্বী মনুষ্য মাত্রেই সেই
রূপ সৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সেইরূপ সম্পত্তি
ও প্রতিপত্তি লাভের বাসনা করিয়া থাকেন,
ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাতে যদিও
সকলেই সেই গুণবান্ ব্যক্তির তুল্য ফল লাভ
করিতে না পারেন, তথাপি আন্তরিক যত্ন ও

উৎসাহ সহকারে তাদৃশ হইতে চেষ্টা করিলে, অধিকাংশ কৃত পাইবার সম্ভাবনা। হয়ত, কোন কোন ব্যক্তি এই উদাহরণাপেক্ষা অধিক গুণশালী হইয়া নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধিকতর পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেও পারেন। ফলতঃ আমরা, যত গুণবান্ সচ্চরিত্র ও সুশীল লোকের চরিত্র পাঠ করিব, ও তাঁহার বিবরণ শ্রবণ করিব এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিব, ততই নানা জ্ঞানোপার্জ্জন ও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারিব। অতএব একজন যথার্থ জ্ঞানবান্ ও গুণবানের বাল্যাবধি উপাখ্যান এবং তাঁহার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আদ্যোপান্ত বর্ণন করা যাইতেছে। পাঠ করিলে অবশ্যই উপকার দর্শিতে পারিবে।

উৎকর্ষ বিধান

উপাখ্যান।

বঙ্গদেশের মধ্যে শোভন নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামের নাম শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে যে প্রকার আনন্দ উৎপন্ন হয়, উহার অবস্থার বিষয় অবগত হইলেও তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ জন্মিতে পারে। ঐ গ্রামটী দীর্ঘে এক ক্রোশ ও প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। তথায় প্রায় পাঁচ শত গৃহস্থের বাস আছে। সকলেরই প্রশস্ত আবাসস্থান, স্থানের অল্পতা-নিবন্ধন কষ্ট প্রায় কাহারও নাই। ভদ্রলোক মাত্রেরই ভদ্রাসনের সান্নিধ্যে এক একটী উদ্যান ও জলাশয় আছে। গ্রামের দক্ষিণ ভাগে একটী নির্ম্মলনীরা নদী বহমান থাকাতে লোক জনের গমনাগমনের এবং নানাবিধ দ্রব্য নয়নানয়নের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। গ্রামের মধ্যে মধ্যে উত্তম উত্তম আপণ ও বিপণি থাকাতে খাদ্যসামগ্রী ও আর আর আবশ্যক দ্রব্যের কিছুই অভাব নাই।

ঐ দেশের জল বায়ুর গুণে লোকের অস্বাস্থ্য বা রোগের প্রচার অতি বিরল। গ্রামের তাবৎ লোকেরই প্রায় এক এক প্রকার অবধারিত বৃত্তি আছে, তাহাতে অন্ন বস্ত্রের জন্য ক্লেশ ভোগ কাহাকেও করিতে হয় না। তথায় অধিকাংশই মধ্যবিত্ত লোকের বাস; কেহ বাণিজ্য, কেহ সওদাগর্য্য, কেহবা কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অনায়াসে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ঐ গ্রামে তন্তুবায়, তৈলকার, কুম্ভকার, নাপিত, রজক প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী তাবৎ জাতিরই বাস আছে। গ্রামের প্রান্ত ভাগে কতগুলি হীনজাতীয় লোক বাস করে। তাহাদের কোন সংস্থান না থাকিলেও, নিজ নিজ সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন কুৎসিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইতে হয় না, অথচ বিশেষ ক্লেশ পাইতেও হয় না। তাহারা গ্রামস্থ ভদ্র গৃহস্থের গৃহনির্ম্মাণ, শিল্পকর্ম্ম, দ্রব্যাদিবহন ও কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার আবশ্যক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, তাহার বেতন দ্বারা অনায়াসে আপন আপন ভরণ পোষণ সাধন করে। তথাকার ভূস্বামী ভিন্ন

সাতিশয় সম্পত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রায় কেহই নাই, তাহাতে পরস্পর ঈর্ষা মৎসর প্রভৃতি সমাজের ক্লেশকর দোষ সকল উৎপন্ন হইতেই পারে না, সুতরাং সুখ সচ্ছন্দে বাস করিবার পক্ষে ঐ গ্রাম অতি উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। শোভন গ্রামের এরূপ অবস্থা মনে করিয়া আমোদিত না হন, এমন মনস্বী মনুষ্যই অপ্রসিদ্ধ।

শোভন গ্রামের ভূস্বামী সর্ব্বাংশেই উত্তম লোক ছিলেন। তাঁহার অধিকার মধ্যে প্রজা-বর্গের কোন ক্লেশ ছিল না। সকলেই স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিত। রাজাও, তাহারা কিসে সুখে থাকে, সাতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধান, ও সন্তান-নির্ব্বিশেষে তাহাদের প্রতি স্নেহ বিধান করিতেন। তাঁহার শাসন বলে সে অঞ্চলে দস্যুভয় মাত্র ছিল না, তাহাতে সকলেই নির্ভয়চিত্তে নিজ নিজ সম্পত্তি লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস করিত। যাহাতে কোন রাজ সম্পর্কীয় লোক প্রজাগণকে নিপীড়ন না করে

এবং গ্রামস্থ কোন ধূর্ত্ত ব্যক্তি কাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে না পারে, এসকল বিষয়ে তিনি সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকিতেন। কেহ কোন ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সেই ক্লেশের উপশমের উপায় বিধান করিয়া দিতেন। তাঁহার অধীনে যে সমস্ত গ্রাম ছিল সর্ব্বত্রই তিনি অতি প্রশস্ত পথ সকল ও সাধারণের উপভোগার্থ বিস্তৃত জলাশয় সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার সংস্কার করিয়া দিতেন; তাহাতে প্রজাগণের যাতায়াত-ঘটিত ক্লেশের লেশ মাত্রও ছিল না। তাঁহার অধিকারস্থ যাবতীয় গৃহস্থের প্রতি এরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন যে, সকলেই আপন আপন ভদ্রাসন, যেরূপে পারুক, পরিপাটী রূপে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহাতে যথাসাধ্য ও যথাযোগ্য বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া ফল লাভ করিবে। এইরূপ করাতে সেই সকল গ্রামের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, এবং রোগ পীড়াদি নিবারণের কি আশ্চর্য্য উপায় ঘটিয়াছিল, পাঠকগণ মনে করিয়া দেখুন। আর

ঐ ভূস্বামীর বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বিলক্ষণ অনু-রাগ ছিল, যাহাতে দেশে বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। ফলতঃ দেশের রাজা হইয়া যাহা করিতে হয়, শোভন-রাজের সে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

এই শোভন গ্রামে কৃপারাম ও দয়ারাম নামে দুই সহোদর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কৃপারাম প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ কাল বিদ্যালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই সংসার-ভারগ্রস্ত হওয়াতে, কি উপায়ে পরিবারের ভরণ পোষণ হইবে এই ভাবনাই তাঁহার বল-বতী হইয়া উঠিল। সুতরাং বিদ্যানুশীলনের অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। পৈতৃক কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি ব্যতিরিক্ত, কৃপারামের আর কোন সম্পত্তি ছিল না। তিনি তাহা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে অল্প দিনের মধ্যেই কৃতকৃত্য হইয়া উঠিলেন। তিনি

বাল্যকালাবধিই কৃষিকর্ম্মের বিষয় উত্তম বুঝিতে পারিতেন। প্রতিবৎসর ঐ ভূমিতে নানাবিধ ধান্য ও কলায়াদি উৎপন্ন করিয়া সংবৎসরের আহারোপযোগী তণ্ডুল ও দ্বিদলাদির সংস্থান করিয়া রাখিতেন। আর কতগুলি বসতি-বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে সময়ানুসারে পটোল বার্ত্তাকু আলু মূলক প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল রোপণ করিয়াছিলেন; তদ্দারা প্রতিদিনের ব্যঞ্জনের বিলক্ষণ আয়োজন হইত। এতদ্ভিন্ন একটা উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে নারিকেল গুবাক ও আম্র প্রভৃতি অতি আব-শ্যক ফল সকল জন্মিত। এই সমস্ত প্রস্তুত করিতে কৃপারামের অধিক ব্যয় হইত না, তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন, স্বহস্তেই প্রায় অধিকাংশ উৎপন্ন করিতেন, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এবং নিজ ভবনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে সকল বৃক্ষাদি জন্মিত তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণীও জল সেচনাদি দ্বারা অনেক সহায়তা করি-তেন। এইরূপে কৃপারাম বিবেচনা-পূর্ব্বক

পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহের এমত সুবিধা করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে প্রতিদিনের খাদ্য সামগ্রীর আয়োজনের জন্য আপণে যাইবার প্রয়োজন প্রায় হইত না, আপন ভবনেই সমস্ত বস্তু প্রস্তুত পাইতেন। ইহাতে তিনি একজন সামান্য গৃহস্থ হইয়াও যেমন উত্তম খ যেমন অভিনব সুরস বস্তু ভক্ষণ করিতেন, অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি যথেষ্ট ধন ব্যয় করিয়াও তাদৃশ উপাদেয় ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

কৃপারাম কৃষি-ব্যাপারে সর্ব্বদা এই প্রকার ব্যাপৃত থাকিতেন, কিন্তু সংসারের সার কর্ম্ম দয়া-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি এমনি দয়াস্বভাব ছিলেন যে, কোন ব্যক্তির দুঃখ দর্শন করিলে তাঁহার মনে সাতিশয় দুঃখোদয় হইত। যাবৎ তাহার সেই দুঃখ মোচন না হইত তাবৎ তিনি কোন রূপেই নিশ্চিন্ত বা স্থির থাকিতে পারিতেন না। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া স্বতঃ পরতঃ যেরূপে হউক তাহার দুঃখ দূর করিতেন। কেহ কোন বিপদে পতিত হইলে কৃপারাম তাহার উদ্ধারার্থ সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন।

কায়িক পরিশ্রম বা যথাসাধ্য অর্থব্যয়, যাহা আবশ্যক হইত তাহা করিতে তিনি কোন মতেই বিরত হইতেন না। মনুষ্যের কথা কি কহিব, কৃপারাম পশু পক্ষী প্রভৃতির ক্লেশ দেখিলেও আত্মক্লেশবৎ অনুভব করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেন। কৃপারামের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ অতিপ্রসিদ্ধ গুণ থাকাতে প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী আবৎ লোকেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার ভার্য্যা ও ভ্রাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ তাঁহাকে দেবতাবৎ মান্য করিয়া তাঁহার মতানুসারে চলিতেন।

কৃপারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দয়ারাম বিদ্যালয়ে নিয়মিত রূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সহায় সম্পত্তির অভাবে উপযুক্ত রূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি শোভন গ্রামের রাজধামে যৎসামান্য কর্ম্ম নির্ব্বহনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে মাসিক দশটী মুদ্রা মাত্র বেতন পাইতেন। যাহা পাইতেন সমস্তই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিতেন। কৃপারাম সেই দশ মুদ্রা অবলম্বন করিয়া কৃষি-

কর্ম্মের অনেক সুবিধা করিয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ অনুগত ও মতস্থ দেখিয়া তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। এবং কৃপারামের গৃহিণী প্রিয়দেবর দয়ারামের পত্নীকে অতি যত্নে প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সদ্ভাব প্রকাশ করিতেন। দয়ারামের দয়িতা তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণ ও স্নেহ বিতরণে নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া মনের সন্তোষে তাঁহার আদেশানুযায়িক সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। রন্ধন ব্যাপারের ভার তাঁহার প্রতিই অর্পিত ছিল, গৃহিণী কেবল রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিতেন। কৃপারাম এইরূপ বশবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন।

কৃপারামের যখন ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একটী সন্তান জন্মিল। সন্তানের নব মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া কৃপারাম একবারে অসীম আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার গৃহিণী তাদৃশ সুসন্তান প্রসব করিয়া, প্রসব-যন্ত্রণাকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা বোধ করিলেন না। দয়ারামের আহ্লাদের আর সীমা নাই। এই-

রূপ পরমানন্দে চারি পাঁচ দিন অতীত হইল। ষষ্ঠ দিবসে সন্তানের মঙ্গলাচরণের আয়োজন করিলেন। কৃপারামের ভবনে ধান্য তণ্ডুলাদি লক্ষ্মীদ্রব্যের কিছুই অভাব নাই, তিনি তাহা যথেষ্ট ভর্জন করাইয়া খৈ মুড়কি মুঁড় প্রভৃতি গ্রাম্য ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেশ-বাসিনী পুরস্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া পরমাহ্লাদে সেই সকল ভোজ্য গ্রহণপূর্ব্বক কৃপারামতনয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আত্মীয় অন্তরঙ্গ যে যেখানে ছিল তাঁহার পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া সকলেই কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিল। গৃহস্থের গৃহে বালক না থাকিলে কিছুই শোভা হয় না। কৃপারাম-তনয় দিনে দিনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধমান হইয়া তাঁহার গৃহের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

বালকটার মুখের আকার এমনি মধুর ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব এমনি সুমিষ্ট, কি অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ কি উদাসীন, যে দেখে সেই একবারে আপ্যা-য়িত হইয়া স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়, পিতা

মাতার ত কথাই নাই। শিশুটীর মুখখানি অবিরত স্বভাবতই সহাস্য রহিয়াছে। নয়ন-দ্বয় এমনি প্রিয়দর্শন যে যতবার দর্শন করা যায়, তৃপ্তির আর শেষ হয় না। বালককে বক্ষঃস্থলে লইলে একটি অমৃতপিণ্ডের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। ঐ বালকটী যখন পিতা মাতাকে অর্দ্ধোচ্চরিত মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া মুখ-ভঙ্গীদ্বারা মনের অভিলাষ প্রকাশ করে, পিতা মাতা তাহার সেই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। শিশুটী দুই হাত তুলিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করে, নানা-প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করে, পিতা মাতা দেখিয়া একবারে আর্দ্র হইয়া যান। এইরূপে, পুত্র লইয়া পরমানন্দে দিন গত হইতে লাগিল। কৃপারাম সমুচিত সময়ে সন্তানটীর সমুদায় সংস্কার বিধি যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। নাম রাখিলেন "দীনবন্ধু।" আপনি যেমন দয়াগুণে পরিপূর্ণ ছিলেন পুত্রের নামটী সম্পূর্ণরূপে তদনুরূপই হইল।

দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম বৃদ্ধি অনুসারে আত্মীয়

পরিচয় ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল। প্রথমতঃ মাতা পশ্চাৎ পিতা পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীকে আপন আত্মীয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। অনন্তর অন্যান্য অন্তরঙ্গ ও নিতান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবাসীদিগকে ক্রমে ক্রমে অবগত হইতে লাগিলেন। যিনি যৎপরিমাণে স্নেহ ও আদর করেন, দীনবন্ধু তদনুসারে তাঁহার অনুগত ও বাধ্য হইয়া উঠিলেন। এবং যিনি যিনি দীন-বন্ধুকে একবার সন্দর্শন করিয়া সপ্রণয় সম্ভাষণ করেন, দীনবন্ধু তাঁহাদের নিকট অকপট প্রীতি-প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুমধুর বাক্য বিন্যাস করিতে থাকেন। তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে অমৃতসেকের ন্যায় প্রতীতি হইতে থাকে। সকলে সযত্ন হইয়া দীনবন্ধুর মধুর বচন শুনিবার নিমিত্ত নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহার বাক্শক্তির উত্তেজনা করিয়া দেন। এইরূপে দীনবন্ধুকে লইয়া তাবৎ প্রতিবাসীদিগের পরম সুখে কালাতিপাত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু দিন দিন যত বর্দ্ধমান হইতে থাকি-লেন ততই তাঁহার সুলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে

লাগিল। বালকদিগের স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই পীড়া হইয়া থাকে, এবং তাহার উপশম জন্য, অশেষপ্রকার আয়াস স্বীকার, বিশেষতঃ পিতা মাতার যথেষ্ট কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। কিন্তু দীনবন্ধুর শরীরের এমনি আশ্চর্য্য স্বাস্থ্য, যে রোগ পীড়া প্রায়ই ছিল না, এবং তজ্জন্য পিতা মাতার কোন কষ্টই পাইতে হয় নাই। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ পীড়ার উপক্রম হইলে স্বাস্থ্যের গুণে আপনা আপনি তাহার উপশম হইয়া যাইত।

সন্তানের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি পিতামাতার অল্প পুণ্যের ফল নহে। একটী সন্তান রীতিমত লালন পালন করিয়া মানুষ করিতে হইলে, পিতা মাতার, বিশেষতঃ মাতার যে কত ক্লেশ পাইতে হয় তাহা সন্তানের জননীরাই জানিতে পারেন। সন্তানটীর কিসে মঙ্গল হইবে, কিসে সে হৃষ্ট-পুষ্ট হইতে থাকিবে, এবং কিসে তাহার উত্তম রূপ সুপথ্য আহার চলিবে, জননী সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা তাহার যত্ন করিয়া থাকেন। পুত্রটী ক্ষণমাত্র নেত্রের অগোচর হইলে অমনি জননীর হৃদয় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে।

পীড়াদি কারণে সন্তানের যাতনা হইতে লাগিলে, দিবারাত্র কেবল ক্রোড়-পাত্রে রাখিয়া যাপন করেন। জননী মনে করেন যদি এই সকল যাতনা আমার শরীরে হইয়া সন্তানটী সুস্থ হয় তাহা হইলে আমি এক্ষণেই প্রস্তুত আছি। যাবৎ সন্তানের রোগশান্তি না হয় তাবৎ তিনি, কি দিবা কি রজনী, আহার নিদ্রায় অনাস্থা করিয়া কেবল সন্তানের স্বাস্থ্য কামনাই করিতে থাকেন। ফলতঃ জগদীশ্বর যদি জননীর এরূপ প্রকৃতি প্রদান না করিতেন তাহা হইলে আর জগতে একটী শিশুও জীবিত থাকিতে পারিত না। কিন্তু সুলক্ষণাক্রান্ত দীনবন্ধুর জননীকে, দীনবন্ধুর স্থিরতর স্বাস্থ্যের গুণে এরূপ কষ্ট কিছুই পাইতে হয় নাই।

দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম ক্রমে দুই বৎসর হইল। এই অল্পকালমধ্যেই তিনি নানা পদার্থ চিনিতে লাগিলেন, ও নানা বিষয় বুঝিতে লাগিলেন। সম্মুখে নূতন পদার্থ দেখিলেই, যে কেহ আত্মীয় নিকটে থাকেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া সেই পদার্থের নামাদি জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন;

অনন্তর তিনি তাহার নাম ও গুণের পরিচয় প্রদান করিলে, পরম পরিতোষ প্রকাশ করেন, এবং সেই অভিনব পদার্থ তিনি এমন মনে করিয়া রাখেন যে অন্য কোন সময়ে সেই বস্তু দেখিলেই বারম্বার তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া, আপন স্মরণ-শক্তি সপ্রমাণ করিতে থাকেন। দীনবন্ধুর পিতামাতা একবার যাহা করিতে বারণ করেন, তিনি তাহা আর কোন মতেই করেন না। বালকস্বভাব বশতঃ ভ্রান্তিক্রমে পুনরায় তাদৃশ কর্ম্ম করিলে, পিতামাতা বা পিতৃব্য যখন তদুপলক্ষে উপদেশ দেন, তখন তিনি অধোবদন হইয়া সুস্থির মনে লজ্জিতভাবে তাহা শ্রবণ করেন, এবং এমন দৃঢ়রূপে সেই উপদেশ গুলি মনে করিয়া রাখেন যে আর কখন তাঁহার তাদৃশ ভ্রান্তি উৎপন্নই হয় না। পিতা মাতা পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ ঐ বশতাপন্ন দীনবন্ধুর এইরূপ মেধাশক্তি ও বাধ্যতা-প্রকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

অতিশৈশব কালে বালকদিগের খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা কিছুই থাকে না, এবং কিসে অনিষ্ট

হইবে কিসেই বা অভীষ্টলাভ হইবে তাহারও বোধ থাকে না। প্রথমে অপথ্য ও অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া প্রায় সকল বালকেই নানাপ্রকার ক্লেশ পাইয়া থাকে, এবং অগ্নিতে হস্তক্ষেপ ও সর্প বৃশ্চিকাদি ধারণ প্রভৃতি নানা অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ কষ্টভোগ, ও কেহ কেহ প্রাণপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অনেকবার এরূপ করিয়া ক্রমে কিঞ্চিৎ ইষ্টানিষ্ট বোধ হইলে, আর তাদৃক্ অনিষ্টকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, এবং আর তাদৃক্ অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষণ করে না। কিন্তু দীনবন্ধুর এরূপ ক্লেশকর ঘটনা প্রায়ই ঘটে নাই। তাঁ-হাকে একবার যে বিষয় অনিষ্টকর বলিয়া বিবরণ পূর্ব্বক নিবারণ করা যাইত, তিনি তাহাতে এক-বারে প্রবৃত্ত হইতেন না; যেন প্রাক্তন সংস্কার সকল তাঁহার মনে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনিষ্ট-কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে বাধা বিধান করিত। ফলতঃ দীনবন্ধুর এতাদৃক্ অলৌকিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে একটি অসা-ধারণ বালক রত্ন বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন।

সত্যনিষ্ঠা ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ, শিশুদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাবৎ তাহাদের কল্পনা-শক্তি না জন্মে, ও যাবৎ তাহাদের বঞ্চনা-প্রবৃত্তি না উৎপন্ন হয়, তাবৎ তাহাদের সত্য ব্যতিরিক্ত মিথ্যা বিষয়ের অনুভবই হয় না। এবং শিশুরা সর্ব্বদা যাহা দর্শন ও শ্রবণ করে, স্বভাবতঃ সেই উদাহরণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। দীনবন্ধুর পিতা মাতা কখন মিথ্যা ব্যবহার করিতেন না, এবং কাহাকে কখন বঞ্চনা করিবার কল্পনাও করিতেন না; সুতরাং দীনবন্ধুও মিথ্যা বা বঞ্চনা কাহাকে বলে জানিতেও পারিলেন না। তাঁহার বুদ্ধিবলে অল্পকালেই কল্পনা-শক্তি জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সতত সৎকল্পনাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দীনবন্ধুর স্বভাবটি অতিনির্ম্মল ও যথার্থ সরল ছিল। কোন বিষয়ে তাঁহার অপরাধ ঘটিলে, তিনি জিজ্ঞাসা মাত্রেই সভয়চিত্তে আপন দোষ আপনি প্রকাশ করি-তেন, সুতরাং পিতা মাতা সে দোষের আর দণ্ডবিধান কিরূপে করিবেন, যাহাতে পুনর্ব্বার আর তাদৃশ দোষ না জন্মে তাহারই উপদেশ.

প্রদান করিতেন। দীনবন্ধুর পক্ষে পিতা মাতার সেই উপদেশই গুরুদণ্ড স্বরূপ হইত। তিনি আর কোনরূপেই তাদৃশ দোষে দূষিত হইতেন না। দীনবন্ধুর এপ্রকার সত্যপরতা ও সরলচিত্ততা অবলোকনে, পরিবারগণ ও আর আর প্রতিবাসী তাবতেই পরম পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন।

দীনবন্ধুর তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম হইল, ক্রমে তাঁহার সুশীলতা ও বিনয়শালিতা গুণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করেন যোগ্যানুসারে তুমি ও আপনি ভিন্ন কথন তুই বাক্য মুখে আনেন না। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে আপনি মহাশয় ইত্যাদি সম্মান-সূচক সম্বোধন, ও যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা কনিষ্ঠ, তাহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া, অতি মিষ্ট ভাবে আলাপ পরিচয় করেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে কৃপারামের ভবনে আগমন করেন, আর তৎকালে কৃপারাম বাটী না থাকাতে

তাঁহার পুত্র দীনবন্ধুর নিকট তাঁহার বহির্গমনাদি বিবরণ শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ও দীনবন্ধুর সবিনয় বাক্য-প্রবন্ধে নিতান্ত সন্তুষ্ট কি পরিতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট অবশ্যই হইতে হয়। সমক্কেই রিচিত কি অপরিচিত, সকল লোকের নিকট কথ দীনবন্ধুর সমান ভাব। তিনি কাহারও না। তিনি উচ্চ বা রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন নম্র ব্যবহারাশ বালকের ঈদৃশ সুশীলতা ও সবি-প্রশংসা না দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি আহ্লাদপূর্ব্বক

বালকদিক্কেরিয়া ক্ষান্ত থাকিতে সমর্থ হন।

হইয়া থাকে। র শরীর স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই চঞ্চল শক্তি না জন্মে নিতান্ত শৈশবাবস্থায় যখন উত্থান-অনবরত হস্তম, তখনও কেবল শয়নে রহিয়া ক্রমশঃ উপপোদাদির সঞ্চালন করিতে থাকে। নিরন্তরই পরিশ্রম ও গমনাগমনের শক্তি হইলে, সঞ্চরণ করিরেচিত বাস-ভবনের মধ্যে ইতস্ততঃ প্রয়োজন ত আরম্ভ করে। বাস্তবিক কোন কার্য্যে ব্যা না থাকিলেও, যেন সর্ব্বদা নানা স্থানে হস্তাপৃত থাকিয়া, গৃহসামগ্রী সমস্ত এক-ত্রে উঠাইয়া স্থানান্তরে স্থাপিত করে।

পিতা মাতা বা কোন আত্মীয় ব্যক্তি, নিকটস্থ কোন বস্তু আনয়ন করিতে কহিলে, তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, এবং শক্তি অনুসারে কোন কোন কার্য্য সম্পন্নও করিয়া থাকে। সেই আজ্ঞা পালন করিতে তাহাদের এমনি অনুরাগ জন্মে যে, অার কোন ব্যক্তি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। ফলতঃ অসুস্থ না হইলে বালকেরা কদাপি আলস্যের বশীভূত হয় না। তাহারা প্রকৃতিপ্রযুক্ত হইয়াই শারীরিক পরিশ্রমে নিয়ত নিযুক্ত থাকে। বালকবর্গের এই-রূপ স্বভাব সর্ব্বদা পরমেশ্বরের প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কারণ, কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন রূপেই ভক্ষিত বস্তুর বিলক্ষণ পরিপাক হয় না, রস রক্তাদি শরীরস্থ ধাতুও পরিষ্কৃত হয় না। বালকগণের এরূপ জ্ঞান না থাকিলেও তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই পরিশ্রম-পরায়ণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বাল্যকালে কেবল পরিশ্রমের বলে শীঘ্র শীঘ্র কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ভাগ্যক্রমে যদি রোগ পীড়া না

হয় তাহা হইলে বাল্যাবস্থায় যেরূপ শরীরের সুস্থতা প্রকাশ পায়, চিরজীবনের মধ্যে আর তাদৃশ সুস্থতা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যৌবনাদি কালেও নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতে পারিলে অনেকাংশে স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই।

দীনবন্ধুর রোগ পীড়া ছিল না, সুতরাং সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পরিশ্রম-ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। পিতা মাতা যাহা করিতে বলিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা সন্তোষপূর্ব্বক সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মাতা যখন নিজ ভদ্রাসনের উদ্যানস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে জলসেচন করিতেন তখন দীনবন্ধু তাঁহার সমভি-ব্যাহারে থাকিয়া অনেক সাহায্য করিতেন। পিতা তাঁহাকে রৌদ্রের সময় গৃহের বাহির হইতে বারণ করিয়াছিলেন, অতএব তৎকালে গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহসামগ্রী সমস্ত সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিতেন, এবং পিতা মাতার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নানা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যখন রৌদ্রের উত্তাপ

অধিক না থাকিত তখন দীনবন্ধু বালকস্বভাব-সুলভ চপলতা বশতঃ বাহিরে যাইয়া প্রতিবাসী গৃহস্থ বালকদিগের সহিত ইতস্ততো ধাবন প্রভৃতি পরিশ্রম-সাধন ক্রীড়া করিতেন। এই রূপ ক্রীড়া করাতে তাঁহার সঙ্গী বালকদিগের ও শরীর গুলি অতি উত্তম সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রীড়াকালে বালকে বালকে কোন কথাচ্ছলে বা ব্যবহার-বিরোধে বিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে দীনবন্ধু তাহার মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। দীনবন্ধুকে সকলে এমনি ভালবাসিত ও মনে মনে মান্য করিত যে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আর কেহ কোন আপত্তি করিত না। বালকেরা যে সকল ক্রীড়া করিত তন্মধ্যে মিথ্যা বা বঞ্চনার প্রসঙ্গও থাকিত না। যাহারা বঞ্চক বা মিথ্যাবাদী বালক, তাহাদের সহিত দীনবন্ধুর কোন মতেই মিল হইত না। দীনবন্ধুর সঙ্গী বালকেরা কেহই দুষ্ট বা অশান্ত ছিল না, তাহারা কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। কেহ কোন অনিষ্টজনক কার্য্যের প্রস্তাব করিলে দীন-

বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাহার নিন্দা করিয়া নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবারণ করিতেন। সুতরাং আর আর বালকেরা যেমন গৃহস্থের অনিষ্ট করিয়া তিরস্কার ও অপমান ভাজন হইত দীনবন্ধুর সমভিব্যাহারী কোন বালকই কখন সেরূপ তিরস্কারের ভাগী হয় নাই। দীনবন্ধুর এই প্রকার অসাধারণ গুণ দেখিয়া প্রতিবাসিগণ আপন আপন সন্তানদিগকে দীনবন্ধুর সঙ্গী হইতে সতত অনুরোধ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন দীনবন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব হইলে পুত্রের আর কোন দোষস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধানা।

কৃপারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দয়ারাম, ভ্রাতুষ্পুত্র দীনবন্ধুকে সমভিব্যাহারে করিয়া, মধ্যে মধ্যে দিনাদি ও দিনান্ত সময়ে গ্রামের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত বাহির হইতেন। বালক

দীনবন্ধু সাতিশয় উৎসুক হইয়া পিতৃব্যের সঙ্গে সঙ্গে নানারঙ্গে পদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক গমন করিতেন। নূতন নূতন বস্তু দেখিলেই পিতৃব্যের নিকট তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন। দয়ারাম সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিয়া তাঁহাকে তাহার তথ্য অবগত করাইতেন। বর্ণনকালে দীনবন্ধু আবশ্যকমত প্রশ্ন করিয়া বিলক্ষণরূপে তাবৎ বিষয় বুঝিয়া লইতেন। তাদৃশ বালকের এতাদৃশ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় দয়ারাম অসীম আনন্দ অনুভব করিতেন।

একদা দীনবন্ধু প্রভাত সময়ে গ্রামসীমায় উপস্থিত হইয়া অতি বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। ধান্যের স্তম্ব সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতিস্তম্বে বিশ ত্রিশ গাছি ধান্যবৃক্ষ ও তাহাদের অগণ্য শাখাপল্লব একত্র জড়িত হইয়া অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। ঐ সকল তৃণের গাত্র ও পত্রগুলি এমনি চিক্কণ ও কোমল, বোধ হয় যেন জগদীশ্বর তাহাদিগকে তৈলাক্ত করিয়া সৃষ্টি

করিয়াছেন। তাহাদের দিঙ্মণ্ডলব্যাপী প্রগাঢ় হরিতবর্ণে সেই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা জন্মিয়াছে! তৎকালে মন্দ মন্দ বায়ু-বহন হইতেছিল, সেই সমীরণবেগে সেই হরিত বর্ণ প্রকাণ্ড ধান্যক্ষেত্র অতি আশ্চর্য্যরূপে অনবরত আন্দোলিত হইতেছিল; দেখিলে বোধ হয় যেন মহাসমুদ্রের নীলবর্ণ গভীর জলে অতিবিশাল তরঙ্গমালা দোদুল্যমান হইতেছে।

ধান্যক্ষেত্রের এইরূপ অপরূপ শোভা দেখিয়া দীনবন্ধু নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পিতৃব্যকে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দয়ারাম, ভ্রাতুষ্পুত্রের এই প্রশ্নে পরমানন্দিত হইয়া উত্তর করিলেন বৎস দীনবন্ধো! এই যে বৃহৎ ধান্যক্ষেত্র দেখিতেছ ইহাতে প্রতিবৎসর রাশি রাশি ধান্য উৎপন্ন হইয়া কত দেশের কত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে এইরূপ অনেক ধান্যক্ষেত্র আছে; তাহার ধান্য দ্বারা পৃথিবীর তাবৎ লোকের আহারাদি চলিতেছে। এই ক্ষেত্রের মধ্যে আমাদেরও দশ বিঘা ভূমি আছে। তাহাতে যে

ধান্য উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা আমাদের সংসার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বৎস! তুমি অতি শিশু, কিছুই জান না। ধান্য উৎপন্ন হইবার আমূল বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

এই সকল নিম্ন ক্ষেত্রে যেমন অল্প অল্প জল রহিয়াছে, দেখিতেছ, গ্রীষ্মকালে ইহাতে কিছুই জল থাকে না। তখন কৃষকেরা লাঙ্গলদ্বারা ইহাতে চাস দিয়া মৃত্তিকা শিথিল করিয়া রাখে। বর্ষার প্রারম্ভেই কিঞ্চিৎ উন্নত ক্ষেত্রে, উত্তমরূপ কর্ষণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বীজধান্য বিস্তীর্ণরূপে বিক্ষেপ করে। আর্দ্র মৃত্তিকা সংযোগে ঐ সকল ধান্যে অঙ্কুর বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ এক মাসের মধ্যেই প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ গাছ জন্মে। তখন বর্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এই সকল নিম্ন ক্ষেত্রে কেদার দ্বারা জল অবরুদ্ধ হইয়া স্থগিত হয়। কৃষকেরা বারম্বার কর্ষণপূর্ব্বক জলের সহিত ইহার মৃত্তিকা বিলক্ষণ মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দম প্রস্তুত করে। পরে সেই সকল ধান্যের গাছ সমূলে উন্মূলন করিয়া আনিয়া, স্তবকে স্তবকে, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া

এই কর্দ্দমে রোপণ করিয়া দেয়। একবার উন্মূলন করিয়া পুনর্ব্বার রোপণ করে এই নিমিত্ত ইহাকে কলম ধান্য কহা যায়। অনন্তর, এই ধান্যক্ষেত্র যেমন দেখিতেছ, ক্রমে ক্রমে এইরূপ হইয়া উঠে। আর দুই মাস পরে এই সকল বৃক্ষের গর্ভ হইতে ধান্যের শীশ্ বহির্গত হইবে। তুমি আমাদের বাটীর মধ্যে কদলীবৃক্ষ দেখিয়াছ, তাহাতে যেমন মোচা বাহির হইয়া যথেষ্ট কদলী ফল জন্মে, সেইরূপ ঐ ধান্যের শীষে অসঙ্খ্য ধান্য জন্মিবে। একটী বীজ-ধান্যে যে একটী গাছ জন্মিয়াছে তাহাতে একটী শীশ উদ্ভূত হইয়া সহস্র সহস্র ধান্য উৎপন্ন করিবে। ক্রমে ক্রমে বর্ষার শেষ হইয়া যখন শরৎকালের আরম্ভ হইবে, তখন এই সকল নিম্ন ভূমির জল শুষ্ক হইয়া যাইবে; এবং ধান্য সকল পক্ক হইয়া উঠিবে। এক্ষণে এই সমস্ত বৃক্ষের রূপ যেরূপ গভীর শ্যামবর্ণ দেখিতেছ, তখন আর এরূপ থাকিবে না, পরিণত ও পরিশুষ্ক হইয়া সকলেই গৌরবর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন এই সকল ক্ষেত্রের আর একপ্রকার অপূর্ব্ব শোভা হইবে। দূর

হইতে দেখিলে, বোধ হইবে যেন এই প্রকাণ্ড প্রান্তরে প্রচুর সুবর্ণ বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ফলিতঃ রাশীকৃত সুবর্ণ পাইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দের উদয় হয়, এই সকল সুবর্ণবর্ণ পরিণত ধান্য দেখিয়া প্রজাগণের মনে সেইরূপ আনন্দ অনুভব হইতে থাকিবে।

তদনন্তর কৃষকেরা সহর্ষ চিত্তে আপন আপন ক্ষেত্রের ধান্য ছেদন করিয়া, দুই তিন দিন এক ক্ষেত্রমধ্যেই বিস্তারিত করিয়া রাখিবে। এবং আতপতাপে উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে এক এক গুচ্ছ করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক গৃহে লইয়া যাইবে। পরে অবকাশ মতে ঐ সকল গুচ্ছ কাষ্ঠফলকের উপর আহত করিয়া ধান্য পৃথক্ করিয়া লইবে, এবং তৃণের গুচ্ছগুলি স্তূপাকৃতি করিয়া এক স্থানে স্থাপিত করিবে। বৎস দীনবন্ধো! তুমি যে সকল তৃণের ঘর দেখিয়াছ তাহার চাল ঐ তৃণগুচ্ছে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। তাহাতে ঘরের ভিতর রৌদ্র ও বৃষ্টি কিছুই পতিত হইতে পারে না। আর গ্রামস্থ লোকের যত গরু বাছুর আছে ঐ তৃণ ভক্ষণ করিয়া তাহাদের

জীবন ধারণ হয়। এই কারণে ঐ তৃণগুচ্ছ গুলি অনেক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহার প্রয়োজন হয় মূল্য দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। আমাদের দর্শ বিঘা ভূমিতে যে ধান্য ও তৃণ জন্মে তদ্দ্বারা আমাদের ঘরগুলি আচ্ছাদিত হয়, এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে গরুটী তাহা সংবৎসর ভক্ষণ করে। সুতরাং আমাদের আর তাহা ক্রয় করিতে হয় না।

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসিলেন পিতৃব্য। আপনি বলিলেন ধান্য দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু কিরূপে হয় বিস্তারিত করিয়া বলুন। দয়ারাম বলিলেন বৎস! কৃষকগণ যে ধান্য প্রাপ্ত হয় তাহা অতি যত্নে গৃহমধ্যে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া রাখে। যতগুলি ধান্য আপন পরিবার পোষণের উপযুক্ত বিবেচনা করে তাহা রাখিয়া অতিরিক্ত ধান্য বিক্রয় করে। যাহাদের আবশ্যক হয় কৃষকদের নিকট ক্রয় করিয়া লয়। এই পৃথিবীতে কৃষক ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় মনুষ্য আছে সকলকেই উহা ক্রয় করিতে হয়।

যত বড় ধনবান্ হউন না কেন, ধান্য ব্যতিরেকে কাহারও দিনপাত হইবার উপায়ান্তর নাই। বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকেরা কৃষকদের নিকট ধান্য ও তৃণাদি ক্রয় করিয়া রাখে, এবং সময়ান্তরে তাহা অন্য ব্যক্তিকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। তাহাতে যে লভ্য হয় তদ্দ্বারা তাহাদের দিন যাপন হইয়া থাকে। আমরা প্রতিদিন দুই বেলা যে তণ্ডুল পাক করিয়া অন্ন ভক্ষণ করি তাহা ঐ ধান্য হইতে উৎপন্ন হয়। তণ্ডুল দুই প্রকার হইয়া থাকে, সিদ্ধ ও আতপ। ধান্যগুলি সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করণানন্তর উদূখল মুষল বা অন্যবিধ যন্ত্র দ্বারা তাহার তুষ কড়ঙ্গর বিমোচন করিলে, সিদ্ধ তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, এবং সিদ্ধ না করিয়া ঐরূপ করিলে আতপ তণ্ডুল প্রস্তুত হয়। এইরূপ প্রস্তুত তণ্ডুলও বাণিজ্যকারিদের নিকট ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বৎস দীনবন্ধো! এই পৃথিবীতে বহুতর ধনবান্ লোক বিস্তর আছেন। তাঁহারা অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গাড়ী ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতি সুখসাধন সামগ্রী সমস্ত উপভোগ

করিয়া থাকেন, এবং অতি উচ্চ সুরম্য হর্ম্ম্যতলে বাস করিয়া নানাবিধ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। আর মধ্যবিত্ত যাবতীয় লোক অশেষ শিল্পের নৈপুণ্য সম্পন্ন হইয়া নানা প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কুটীরবাসী সামান্য কৃষকগণ অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যদি এই ধান্য-রত্ন উৎপন্ন না করিত, তাহা হইলে এই ভূতলবাসী যাবতীয় লোক, কি মহাবিত্ত কি মধ্যবিত্ত, কেহই জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা অসঙ্খ্য সুবর্ণরাশি সঞ্চয় করিলেও ধান্য ব্যতিরেকে আহারাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। যে যে দেশে ধান্য উৎপন্ন হয় না তথায় কৃষক লোকেরাই পরিশ্রম করিয়া ধান্যের অনুযায়ি অন্যান্য ভক্ষণীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে।

দীনবন্ধু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন পিতৃব্য! এই প্রান্তরের মধ্যে আমাদের যেমন দশ বিঘা ভূমি আছে, এইরূপ সকলেরই কি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে? দয়ারাম বলিলেন বৎস! তাহা নহে, এই প্রান্তর সমুদায়ই প্রায় রাজার, রাজার

নিকট যিনি একবারে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছেন অথবা দান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই তাঁহারি নিজের হইয়াছে। কিন্তু এপ্রকার বড় অধিক নাই। রাজা স্বহস্তে সমস্ত ভূমির কৃষিকর্ম্ম করিতে সমর্থ না হইয়া, প্রজাদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। প্রজারা যোগ্যতানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভূমি লইয়া ধান্যাদি উৎপন্ন করে, এবং উপযুক্তরূপে রাজাকে রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকে। রাজা সেই রাজস্ব লইয়া আপন সংসার ভরণ পোষণ ও দেশের অমঙ্গল নিবারণ করেন। আর যাহাতে প্রজাগণের আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত না হয় এবং তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন হয় তাহার উপায় করিয়া দেন। ফলতঃ প্রজাবর্গের প্রতি, শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া দেশের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে, এবং রাজার প্রতি, দেশের আর সমস্ত মঙ্গল বিধানের ভার অর্পিত আছে।

বস্ত্র।

দয়ারাম, ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া, প্রায় প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। এক দিন দীনবন্ধু ভ্রমণ সময়ে তন্তুবায়-পল্লী প্রবেশ করিলেন। সে দিন আর কুত্রাপি গমন করা হইল না, কেবল একান্তচিত্তে তন্তুবায়দিগের শিল্পনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্যক্তি তন্তুসন্তান লইয়া নির্ম্মল তরুচ্ছায়ায় বস্ত্রের লম্বসূত্র প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া তুরী বেমা প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী দ্বারা পূর্ব্বকৃত লম্বসূত্রে প্রস্থসূত্র সন্নিবেশিত করিতেছে, আর কেহ প্রস্তুত বস্ত্র সকল পরিষ্কৃত করিতেছে। দীনবন্ধু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার বস্ত্র-বয়ন নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! এই তন্তুবায়েরা যে সমস্ত সামগ্রী লইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে ইহার মধ্যে সূত্রই প্রধান উপকরণ, সূত্র ব্যতিরেকে বস্ত্র নির্ম্মাণ আর কোন রূপেই সম্ভবে না। এই সূত্রগুলি কি এইরূপেই সৃষ্ট হইয়া থাকে, অথবা তন্তুবায়েরা কোন

নিকট ... প্রস্তুত করিয়া লয়, বলিতে আজ্ঞা করিয়া

তাঁহারা রাম উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি কৃষক-দিগের কোন কোন উন্নত ক্ষেত্রে কার্পাস বৃক্ষ অবশ্যই দেখিয়া থাকিবে। ঐ বৃক্ষের ফলে কার্পাস উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে কার্পাসকে তূল কহে। ঐ তূলদ্বারা অগ্রে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, পশ্চাৎ তাহাতে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে সূত্র প্রস্তুত করিবার উত্তম যন্ত্র নাই, কেবল চরকা ও টেরা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে সে চরকাও বড় প্রচলিত নাই। তাহাতে অনেক সময় ব্যয় ও অনেক পরিশ্রম করিলে অতি অল্প মাত্র সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এই নিমিত্ত মহাবুদ্ধিজীবী ইংরাজ মহোদয়েরা সূত্রোৎপত্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সকল যন্ত্র ইংলণ্ড দেশেই অধিক চলিতেছে। এই ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্থান হইতে তাঁহারা তূল ক্রয় করিয়া লইয়া যান, এবং ঐ যন্ত্রে অতি অল্প

সময়ে, অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে অপরিমিত সূত্র প্রস্তুত করেন। এবং এদেশে তাহা আনীত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং অতি অল্প মূল্যে ঐ উত্তম বিলাতীয় সূত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। তন্তুবায়েরা তাহা কিনিয়া আনিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে।

বটবৃক্ষ, কুলায়—নির্ম্মাণ—শাবকোৎপত্তি।

আর এক দিন দীনবন্ধু ও দয়ারাম উভয়ে অপরাহ্ন কালে ভ্রমণ করিয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিতেছেন প্রদোষ সময়ে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, গ্রামের প্রান্তভাগে এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে নানা জাতীয় পক্ষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। বৃক্ষটী অন্তর হইতে নিতান্ত নীলবর্ণ দেখাইতেছিল, এবং তাহার উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে একএকটী পরিপক্ক রক্তবর্ণ ফল থাকাতে কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছিল, বোধ হইল যেন স্তূপাকার নীলকান্ত মণিরাশির উপর এক একটী উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ পদ্মরাগ মণি বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দীনবন্ধু, বিহঙ্গ-বর্গের নানাবিধ মধুরাস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাই-লেন। অনন্তর তরুতলে গিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেখিলেন শাখাগ্রভাগে নিবিড় পল্লবাচ্ছাদিত কতগুলি শুষ্কতৃণ-নির্ম্মিত কুলায় রহিয়াছে, এবং তাহার প্রত্যেকের উপরই এক একটী পক্ষী অতি উৎকণ্ঠিতভাবে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। আর কোন কোন পক্ষী কেবল শাখার উপরেই উপবিষ্ট হইতেছে। এই প্রকার প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও কুলায় এবং পক্ষিগণ বীক্ষণ করিয়া দীনবন্ধু, সমভি-ব্যাহারী পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন পিতৃব্যমহাশয়! এই বৃক্ষে পক্ষিগণ কি জন্য আসিয়া বসিতেছে, এবং শাখাগ্রভাগে শুষ্ক তৃণরাশিই বা কে আনিয়া রাখিয়াছে? উহা কেবল তৃণরাশি নহে, তন্তু-বায়েরা যে প্রকার বস্ত্র বয়ন করে সেই প্রকার তৃণগুলি পরস্পর সুসংশ্লিষ্ট ও গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা কে নির্ম্মাণ করিল? আর এই বৃক্ষটার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলি কাণ্ড দেখিতেছি। ইহা কি একটী বৃক্ষ, না অনেক-

গুলি বৃক্ষ এক স্থানে উৎপন্ন হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া রহিয়াছে?

দীনবন্ধুর এই প্রকার আশ্চর্য্য প্রশ্ন শুনিয়া দয়ারাম তাহার বুদ্ধির গতি বিবেচনা করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই যে বটবৃক্ষ দেখিতেছ, গ্রামের সমুদায় বৃক্ষাপেক্ষা ইহা উচ্চ ও বিস্তৃত। ইহার শাখা গুলি এক একটী বিপুল বৃক্ষের মত স্থূলকায়। ঐ সকল শাখার গ্রন্থি হইতে অনেক প্রলম্ব পতিত হইয়া ভূতলে সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কতগুলি বৃক্ষ একত্রিত হইয়া জন্মিয়াছে, ফলতঃ তাহা নহে, ইহা একটী বৃক্ষ। রৌদ্রের সময় এই বৃক্ষের বহুবিস্তৃত ও সাতিশয় শীতল ছায়া হইয়া থাকে। পথিকেরা আতপ-তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, ইহার ছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম করিলে, ক্ষণমধ্যেই শ্রম-বিমুক্ত হইয়া যায়। গ্রামস্থ অন্যান্য বৃক্ষ নানাবিধ ফল দান করিয়া লোকের যে প্রকার উপকার করে, এই বটবৃক্ষ কেবল সুশীতল ছায়া দান করিয়াই ততোধিক উপকারী

বিধান করে, এই নিমিত্ত ইহাকে সকলে দেবতা-বৎ মান্য করিয়া থাকে, এবং ইহা ছেদন করিলে পাপ জন্মে ইহাও বলিয়া থাকে।

এই বৃক্ষ নানা জাতীয় পক্ষিগণের বাস-স্থান। প্রত্যুষ সময়ে পূর্ব্ব [illegible] রক্তবর্ণ হইলে পক্ষিগণ বিবিধ প্রকার তান [illegible] বিস্তার করিয়া, লোক সকলকে প্রভাতের প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক আকাশমার্গে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করে। এবং সমস্ত দিন আপন আপন অভীষ্ট স্থানে, কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ বনে, কেহ উপবনে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বা নদীপারে, অভিলষিত আহার বিহার করিয়া সচ্ছন্দে সময় অতিবাহন করে। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, যে যেখানে থাকুক, সকলেই এই বৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় লয়। রাত্রিকালে রাত্রিচর পক্ষী ব্যতিরিক্ত আর সকলেই অন্ধ হয়। আমরা রজনীযোগেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেখিতে পাই; কিন্তু ইহারা তখন কিছুই দেখিতে পায় না, এই জন্য কোন একটা বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কেবল নিদ্রা যায়। এই প্রকাণ্ড বৃক্ষে ঝড় বৃষ্টি বা অন্যবিধ

আপদ্ ঘটিবার বড় একটা সম্ভাবনা ঝড় হইলে বড় অধিক চঞ্চল হয় না, এবং হইলেও পল্লব সমূহ দ্বারা তাহা বারণ হই পারে, এই কারণে এ অঞ্চলের প্রায় ত পক্ষীই এই বৃক্ষে বাস করিয়া থাকে।

বৎস দীনবন্ধো! এই বৃক্ষের অগ্রভা বিধ নীড়পুঞ্জ দেখিতেছ, উহার বিবরণ তো বলি শুন। ঐ নীড় আর কোন ব্যক্তি নি করিয়া দেয় নাই। পক্ষিগণ স্বয়ং পরি করিয়া নানা স্থান হইতে উপযুক্তরূপ তৃণ আহ-রণ পূর্ব্বক ঐরূপ অপরূপ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। যখন পক্ষিণীদিগের প্রসব হই-বার সময় নিকটবর্ত্তী হয় তখন প্রকৃতি-প্রেরিত হইয়াই তাহারা এইরূপ বাসস্থান নির্ম্মাণের আয়োজন করিতে থাকে। আমরা যেমন হ পদাদি দ্বারা নানা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, উহারা সেইরূপ চঞ্চুপুট ও পদযুগল দ্বারা সেইরূপ আবশ্যক সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। কিছু দিনের মধ্যে এইরূপ সুন্দর নীড় নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে ডিম্ব প্রসব করে, ঐ

বিধ্ব দিন তাহা পরিণত ও স্ফুটিত না হয়, বৎ দিন কেবল ঈষদুষ্ণ বক্ষোদেশ দ্বারা পা আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া থাকে। ডিম্ব স্ফুটিত হইয়া শাবক বাহির হইলে, জননীরা তাহার আহারের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যস্ত হয়। মনুষ্যাদি জন্তুর যেমন স্তনদ্বয় আছে, শিশু সন্তানেরা সেই স্তন-দুগ্ধ পান পূর্ব্বক প্রাণ ধারণ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতে থাকে; পক্ষীদের সেরূপ স্তন নাই, ইহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক মুখে করিয়া বৎসদিগের আহার সামগ্রী আহরণ করে, আনিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। যত দিন বৎসগুলির উড্ডয়ন শক্তি ও আপন আপন আহারান্বেষণে ক্ষমতা এবং বিপদ্-নিবারণে সামর্থ্য না জন্মে, তত দিন ক্রমাগত এইরূপ করিয়া তাহাদের পালন করে। জগদীশ্বরের কি অলৌকিক কৌশল!

কুরুক্ষেত্র।

দীনবন্ধুর নূতন নূতন বস্তু পরিচয়ে সাতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি পিতৃব্যের সঙ্গে ভ্রমণ

করিতে যাবেন ও অভিনব বস্তু দর্শন করিবেন বলিয়া অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালনাদি করিতেন, এবং বহির্গমন করিবার নিমিত্ত পিতৃব্যকে উত্তেজনা করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের এইরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া দয়ারাম আর আলস্য প্রকাশ করিতে পারিতেন না, প্রায়ই তাঁহাকে প্রত্যহ প্রত্যূষে ও দিন-শেষে বহির্গত হইয়া দীনবন্ধুকে নানা নূতন-পদার্থ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে হইত। একদা এক ইক্ষুক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিয়া দীনবন্ধু জিজ্ঞাসিলেন পিতৃব্য! এ সকল কিসের গাছ, ইহাতে কি ফল ফলিত হয়? দয়ারাম বলিলেন বৎস! তাল, নারিকেল, ও আম্র বৃক্ষের ন্যায় ইহাতে কোন ফল জন্মে না, কিন্তু ইহাতে কৃষকদিগের বিস্তর ফল লাভ হয়। ইহার নাম ইক্ষুবৃক্ষ। এই বৃক্ষ আপনার সর্ব্ব শরীর সমর্পণ করিয়া, জন্মদাতা ও প্রতিপালয়িতাদিগের অশেষ প্রকার প্রত্যুপকার করে।

বৎস! তুমি গুড় ও চিনি অবশ্যই ভক্ষণ করিয়াছ। সেই সকল মিষ্ট বস্তু এই বৃক্ষ হইতে

উৎপন্ন হয়। ধান্যাদির যেরূপ বীজ আছে, এবং সেই বীজ বপন করিলে ধান্যবৃক্ষ জন্মে; ইক্ষুর সেরূপ বীজ নাই. ইহার গ্রন্থিবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড মূলভাগ গুলি ভূমিতে বপন করিলে ক্রমশঃ আর্দ্র-মৃত্তিকা-যোগ-বশতঃ সেই গ্রন্থি-স্থান হইতে অনেকগুলি অঙ্কুর এক কালে উদ্গত হইয়া, এইরূপ বৃক্ষস্তোম জন্মিয়া থাকে। ইক্ষু বৃক্ষ পরিণত হইলে কৃষকেরা ইহার মূলপর্য্যন্ত ছেদন করে, এবং নিষ্পীড়ন-যন্ত্রে নিয়োজিত করিয়া নিষ্পেষণ পূর্ব্বক ইহা হইতে যথেষ্ট রস নিষ্কাশিত করিয়া লয়। সেই রস খুলি করিয়া অগ্নিতে পাক করিলে ক্রমে ক্রমে বর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া তরল গুড় উৎপন্ন হয়। সেই উষ্ণ গুড় কোন পাত্রে ঢালিয়া রাখিলে শীতল হইয়া গাঢ়তর ও নীরস এবং দানাযুক্ত গুড় জন্মে। কৃষকেরা প্রতি বৎসর এইরূপ ইক্ষুর চাষ ও গুড় প্রস্তুত করিয়া আপণে বিক্রয় করে, তাহাতেই পৃথিবীর তাবৎ লোকে গুড় ভক্ষণ করিতে পায়। আর এই সকল ইক্ষুবৃক্ষও বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহা গৃহস্থ ও পথিক লোকেরা সকলেই ক্রয়

করে, এবং তাহার ত্বক্ উন্মোচনপূর্ব্বক চর্ব্বণ করিলে উত্তম সুমধুর রস পান করিতে পাওয়া যায়। বৎস! তুমি ইক্ষু খাইয়া থাকিবে, স্মরণ হইতেছে না?

বৎস দীনবন্ধো! এই গুড়ে চিনি প্রস্তুত হয়। অনেক বাণিজ্যকারী লোকে উত্তম শুষ্ক গুড় ক্রয় করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা নির্ম্মন্থন পূর্ব্বক তাহার রস পৃথক্ করে, পরে ধূলির মত সেই গুড়ের গুঁড়া গুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই চিনি জন্মে। ঐ চিনি, নানা কৌশলে মল-শোধন পূর্ব্বক যত পরিষ্কৃত করা যায় ততই শুভ্রবর্ণ শর্করা প্রস্তুত হয়। ইংরাজ মহোদয়েরা শুভ্র শর্করা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অতি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে এক কালে যথেষ্ট শর্করা নির্ম্মল হইয়া এমত শুভ্র বর্ণ ধারণ করে, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র বা বসন্ত কালের প্রফুল্ল মল্লিকা পুষ্প বুঝি তাদৃশ শুভ্র না হইবে। এতদ্দেশে সেই যন্ত্র-শোধিত শর্করার বড় ব্যবহার নাই, তাহা অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এতদ্দেশের চিনিতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আপণে আসিবার সময় তুমি মোদকদিগের বিপণিতে যে সকল শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বক স্থাপিত সুসজ্জিত মিষ্টান্ন ও সন্দেশ দেখিতে পাও, বোধ হয় তুমি তাহা কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, সেই সমস্ত সুমিষ্ট বস্তু চিনিতে প্রস্তুত হয়। যদিও তাহা প্রস্তুত করিতে আর আর অনেক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু চিনি ব্যতিরেকে মিষ্ট করিবার উপায় আর নাই। অতএব, কৃষকেরা যদি ইক্ষু প্রস্তুত করিয়া গুড় উৎপন্ন না করিত, তাহা হইলে, যত বড় বড় মানুষ হউন না কেন, পৃথিবীর কোন লোকেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

ইক্ষুরক্ষে প্রতি বৎসর যেরূপ গুড় উৎপন্ন হয়, এইরূপ তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের রসেও হইয়া থাকে। কিন্তু ইক্ষুর মত তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষকে নিষ্পীড়ন করিতে হয় না। ঐ সকল বৃক্ষের স্কন্ধদেশের কিয়দংশ ত্বক্ উন্মোচন করিলেই তথা হইতে আপনি রস নির্গত হইতে থাকে।

সেই রস লইয়া অগ্নিপক্ক করিলেই পূর্ব্ববৎ গুড় উৎপন্ন হয়। শীতকালের প্রাতঃকালে খর্জ্জূরের রস সাতিশয় সুমিষ্ট হয়, এইনিমিত্ত অনেকে আগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পান করিয়া থাকে।

নারিকেল।

দীনবন্ধুদের ভদ্রাসনে অনেকগুলি নারিকেল বৃক্ষ ছিল। একদিন দয়ারাম কোন উৎসব উপলক্ষে একজন লোক ডাকিয়া সেই সমস্ত বৃক্ষ-হইতে পরিণত ও অপরিণত কতগুলি নারিকেল পাড়াইলেন। দীনবন্ধু বালক-স্বভাব-সিদ্ধ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া বৃক্ষের তল হইতে ইতস্ততঃ পতিত নারিকেলগুলি একত্র করিয়া অনেক পরিশ্রমে বাটীর মধ্যে বহিয়া আনিলেন। দয়ারাম দীনবন্ধুর তাদৃশ পরিশ্রম দেখিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক একটী অপরিণত নারিকেল কাটিয়া তাহাকে তাহার জল পান করিতে দিলেন। নারিকেল কাটিবামাত্র দীনবন্ধু তন্মধ্যে

জল দেখিয়া অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন। পরে সেই সুমধুর জল পান করিয়া আর জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন পিতৃব্য! এত উচ্চ বৃক্ষের উপর এই ফল জন্মিয়াছে, ইহার কোন স্থানে ছিদ্র দেখিতেছিনা, ইহার অভ্যন্তরে কি প্রকারে জল আইল? এবং কি প্রকারে এত মিষ্টরস জন্মিল? আমার বোধ হয়, এ জলে চিনি মিশ্রিত রহিয়াছে।

দয়ারাম কহিলেন বৎস! এই যে পৃথিবী দেখিতেছ, ইহার কার্য্যপ্রণালী ও সৃষ্টিকৌশল অতি আশ্চর্য্য। নারিকেল গাছগুলি প্রথমে যখন অল্পবয়স্ক ছিল তখন ইহাতে ফল উৎপন্ন হয় নাই, এবং যেরূপ দীর্ঘাকার দেখিতেছ তখন এরূপ ছিল না। পৃথিবীর মৃত্তিকার মধ্য হইতে নারিকেল-বৃক্ষের মূলভাগ দিয়া অনবরতই অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রস ইহার মধ্যে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ রস দ্বারাই শাখা পল্লব বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের আকার বৃদ্ধি হয়। নারিকেল-বৃক্ষের পাঁচ সাত বৎসর বয়স হইলে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। কোন কোন

স্থানের মৃত্তিকার গুণ-দোষে ইহার ন্যূনাধিক বয়-সেও ফল ফলিয়া থাকে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হইয়া ক্রমে ক্রমে এইপ্রকার বৃহদাকার ফল হয়। ফলের বৃন্তের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, এত সূক্ষ্ম যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূগর্ভের রস প্রথমে বৃক্ষমধ্যে উত্থিত হয়, পরে অল্পে অল্পে বৃন্তের ছিদ্র দিয়া ফলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যত দিন ফলগুলি উত্তমরূপ পরি-ণত না হয় ততদিন ক্রমাগত অবিরামে রস প্রবেশ হইতে থাকে। পরিণত হইলে আর তাহাতে রস প্রবিষ্ট হয় না, এই নিমিত্ত পরি-ণত ফল ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। অগ্রে ফলের উপরি ভাগের ত্বক্ শুষ্ক হয়, এবং অধিক দিন থাকিলে অভ্যন্তরের জলও শুষ্ক হইতে পারে। এই উত্তম পরিণত ফল ভূগর্ভে রোপণ করিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষ জন্মে।

দীনবন্ধো! তুমি এখন একটী অপরিণত ও একটী পরিণত ফল তুলিয়া নাড়িয়া দেখ, অ-পরিণত ফলটী যত ভারী বোধ হইবে পরিণত ফলটী তদপেক্ষা অনেক লঘু বোধ হইবে। যে

হেতু, যাহাতে অধিক রস থাকে সে ভারী, এবং যাহাতে অল্প রস সে লঘু হয়। আর, অপরিণতটীর অভ্যন্তরে জল পরিপূর্ণ আছে বলিয়া নাড়িলে শব্দ হয়না, কিন্তু পরিণতটীর অভ্যন্তরের জল অনেক শুষ্ক হইয়াছে, অতি অল্প আছে, এজন্য নাড়িলে তাহা হইতে শব্দ বাহির হইতে থাকে। দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া পিতৃব্যের কথায় সাতিশয় আস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পিতৃব্য পুনর্ব্বার বলিলেন বৎস! তুমি যে বলিয়াছ ইহার জল অতিশয় মধুর, চিনি মিশ্রিত বোধ হয়; তাহার কারণ আমি তোমাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। জগদীশ্বরের স্মৃষ্টিতে চিরকাল যাহা যেরূপ হইয়া আসিতেছে, তাহা সেই রূপই হইয়া থাকে। নারিকেলের জল যেমন মধুর হয়, সেইরূপ তিন্তিড়ী ফল সাতিশয় অম্ল হয়, এবং লঙ্কা ও মরীচ প্রভৃতি কটু হয়; এইরূপ তিক্ত কষায় ও লবণাক্ত ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার হেতু নিশ্চয় হইবার কোন উপায় নাই।

রসাকর্ষণ—কাষ্ঠ—ইষ্টক।

বৎস! এক্ষণে তোমাকে আর একটী বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই যেমন তোমাকে নারিকেলের বিষয় বলিলাম এইরূপ, পৃথিবীতে যাবতীয় উদ্ভিদ পদার্থ আছে, বড়বড় অশ্বথ বট বৃক্ষ অবধি দূর্ব্বা মুস্তক প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত, সকল উদ্ভিজ্জেরই আকর্ষণ শক্তিতে ভূমি হইতে রস উত্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা ঐ সকল পদার্থ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যথাকালে পুষ্প ফলাদি প্রসব করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রাচীনাবস্থায় পতিত হয়। অতি প্রাচীন হইলে আর তাহাদের রসাতলের রসাকর্ষণে শক্তি থাকে না। সুতরাং ক্রমশঃ নীরস ও নিস্তেজ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষ শুষ্ক হইলে গৃহস্থেরা কাষ্ঠরূপে গ্রহণ করে, সেই কাষ্ঠ জ্বালাইয়া নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া ভক্ষ্য বস্তু প্রস্তুত করে। কাষ্ঠদ্বারা কেবল ভক্ষ্য বস্তু প্রস্তুত হয় না, ধনবান্ লোকদিগের যে সকল অট্টালিকা দেখিতেছ ইহাতে

যে ইষ্টক ও চূর্ণ লাগিয়াছে, তাহাতেও কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। এবং আমরা যে সকল হাঁড়ী, কলসী, শরা, মালসা ও জালা, গামলা প্রভৃতি মৃৎপাত্র ব্যবহার করি, তাহাও কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর গৃহের জানলা, দ্বার, কবাট ও প্রাসাদের কড়িকাষ্ঠ প্রভৃতি এবং সিন্দুক বাক্স আলমারি ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তু নির্ম্মাণ করিতে কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়।

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসিলেন মহাশয়! হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি মৃৎপাত্র এবং ইষ্টক ও চূর্ণ, কাষ্ঠদ্বারা কিপ্রকারে প্রস্তুত হয় বলিতে আজ্ঞা হউক। দয়ারাম বলিলেন হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি প্রথমতঃ মৃত্তিকা আহরণ পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিতে হয়। অনন্তর তাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে কোন স্থানে (পণে) একত্র স্থাপনপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া তাহার নিম্নপ্রদেশে তৃণ কাষ্ঠাদি জ্বালাইয়া দগ্ধ করিলে, পাটল-বর্ণ-বিশিষ্ট ঐ সকল পাত্র প্রস্তুত হয়। দগ্ধ না করিয়া কেবল মৃত্তিকার পাত্র ব্যবহার হইতে পারে না, যে হেতু অদগ্ধ মৃৎপাত্রে জল

লাগিলে তাহা গলিয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল পাত্রে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, বারিধারণ-ক্ষম না হইলে তাহা কোন রূপেই সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। দগ্ধ করিলে তৎসমুদায়ের এমত শক্তি জন্মে যে বহুকাল তাহাতে জল রাখিলেও কোন হানি হয় না। এতদ্দেশে কুম্ভকার জাতিরা ঐ সকল মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

ইষ্টক নির্ম্মাণ এরূপ নহে। তাহা সকল জাতিই প্রস্তুত করিয়া থাকে। অগ্রে কাষ্ঠ-ফলক দ্বারা ইষ্টকাকৃতি একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। অনন্তর মৃত্তিকায় জল মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দম প্রস্তুত করে। পরে পরিষ্কৃত প্রান্তরমধ্যে ঐ যন্ত্র সহকারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্দ্দম দ্বারা ক্রমে ক্রমে অল্পদিন মধ্যে বহুসংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মাণ করে। সেই সমস্ত ইষ্টক রৌদ্রে শুষ্ক হইলে একত্র পুঞ্জীকৃত করিতে হয়। ঐ পুঞ্জমধ্যে মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠখণ্ড সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া থাকে। কোন কোন পুঞ্জে পাথুরিয়া কয়লাও দিয়া থাকে। পুঞ্জ সজ্জিত হইলে

তাহার নিম্নভাগে কিয়দংশ কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলে, ক্রমে ক্রমে উহার অন্তর্গত সমুদায় কাষ্ঠ দগ্ধ হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টকগুলিও দগ্ধ হইয়া সাতিশয় শক্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ, শঙ্খ শম্বুক ও শুক্তি প্রভৃতি জন্তুর অস্থি (খোলা) সঞ্চিত করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ করিলে শুভ্রবর্ণ চূর্ণ প্রস্তুত হয়। আর, প্রস্তরখণ্ড ভস্ম করিলেও চূর্ণ হইয়া থাকে। এই চূর্ণে ও ইষ্টক চূর্ণে মিশ্রণপূর্ব্বক জল সহযোগে পঙ্কবৎ বস্তু প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা যথাবিধানে ইষ্টক গ্রথিত করিলে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। কেবল কর্দ্দম দ্বারা ইষ্টক গাঁথিলেও প্রাসাদ হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ দৃঢ়তর হয় না।

বৎস দীনবন্ধো! উদ্ভিদ পদার্থ সকল যেরূপে পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, মনুষ্য পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদি চেতন পদার্থ সকল সেরূপে করে না। তাহারা মুখদ্বারা আহার গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। আমরা যাহা আহার করি, তাহা উদর-

মধ্যে পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হইয়া জীর্ণ হইতে থাকে। যৎপরিমাণে জীর্ণ হয় তদনুসারে তাহার সারভাগ বিভক্ত হইয়া শরীর-যন্ত্রের অভ্যন্তরে শিরাপথ দিয়া সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এবং সেই সারাংশ দ্বারাই শরীরের শোণিত মাংস ও অস্থি মজ্জা প্রভৃতি এবং ধাতু বর্দ্ধিত ও শক্ত হইয়া উঠে। পাকস্থলীতে জীর্ণ হইবার শক্তি হ্রাস হইলে নানাপ্রকার শারীরিক রোগ পীড়া উপস্থিত হয়। মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদি সমস্ত জন্তুরই স্বভাবানুসারে যৌবনকাল পর্য্যন্ত কেবল আহার-সার দ্বারাই শরীর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে ক্রমে ক্রমে সকল শক্তিরই হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং তখন আর কোন জন্তুই জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না। বৃদ্ধাবস্থা ব্যতিরেকেও কুপথ্যসেবা ও অনিয়মিতাচার বা অনবধানতা প্রযুক্ত শরীর বিনষ্ট হইয়া থাকে। দেখ দীনবন্ধু! তোমার এই শরীরটী এক্ষণে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও বহুকাল স্থায়ী বোধ হইতেছে, কিন্তু তুমি যদি অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অনিয়মিত আচার অবলম্বন

কর, এবং কুপথ্যসেবায় অনুরাগী হও, তাহা হইলে আর এত বলিষ্ঠ থাকে না, শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

দীনবন্ধু পিতৃব্যের এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন মহাশয়। আমি ত কখন আপনাদিগের অবাধ্য হইয়া চলি নাই, আপনারা যখন যে বিষয় উপদেশ প্রদান করেন তাহা সমুদায় সম্পূর্ণরূপে মনে করিয়া রাখি। আমার এরূপ বিলক্ষণ বোধ আছে যে " সম্প্রতি আমি বালক, কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয়, তাহা সমুদায় জানি না। অতএব, আপনারা আমার নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আপনারা আমাকে যাহা করিতে অনুমতি দিবেন ও যাহা করিতে নিবারণ করিবেন, তাহা আমারই মঙ্গলের নিমিত্ত, সন্দেহ নাই। পিতৃব্য মহাশয়! এক প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বারম্বার উপদেশ দিতে হইলে আপনাদিগের ক্লেশ বোধ হইতে পারে, এজন্য আমি উপদেশ কালে এমন মন দিয়া শ্রবণ করি যে তাহা আর জীবনাবচ্ছিন্নে ভুলিতে না হয়। কেবল আপনারা কেন, যে কোন মান-

নীয় ও পূজনীয় ব্যক্তি যে কিছু সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন আমি কিছুতেই কিছুমাত্র অবহেলা করি না। বরং ইহা মনে করি যে আমার ভালর জন্যেই ইঁহারা বলিতেছেন।"

অতি বালক দীনবন্ধুর মুখে এইরূপ বিনয়গর্ভ মধুর সন্দর্ভ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য সকল ব্যক্তিই পরম পুলকিত হইলেন। দীনবন্ধুর পিতামাতা এরূপ সুপুত্রের পিতামাতা হইয়াছেন বলিয়া মনে মনে কতই সৌভাগ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ অসামান্য সৌভাগ্যসম্পন্ন না হইলে এমত পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন ও এমত পুত্রের মুখচন্দ্র-বিগলিত সুধা-রসবৎ বচন শ্রবণ কদাপি সম্ভব হয় না। যাহা হউক, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে, তাদৃশ অল্পবয়সে এতাদৃশ বোধাধিকার ও ঈদৃশ বিবেচনাশক্তি কি প্রকারে হইয়া উঠিল। অথবা, এই বিচিত্র জগৎক্ষেত্রে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সকলি উৎপন্ন হইতে পারে।

পদার্থ।

অনন্তর দয়ারাম পুনর্ব্বার দীনবন্ধুকে প্রিয়-সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যে তোমাকে চেতন পদার্থ ও উদ্ভিদ পদার্থের বিষয় বলিলাম ঐ পদার্থ দ্বয়ের প্রকৃত অর্থ, বোধ হয়, তুমি উত্তম-রূপ বুঝিতে পার নাই। অতএব পদার্থের অর্থ তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে তিন প্রকার পদার্থ আছে, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ।

আমরা হস্ত-পদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারি। এবং মনঃসঞ্চালন পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারি। আমাদের মত, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুগণও হস্তপদাদি ও মনের দ্বারা অভীষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ সমুদায় পদার্থের চেতনা আছে বলিয়া ইহাদিগকে চেতন পদার্থ বলাযায়।

অচেতন পদার্থ অন্যপ্রকার। তাহারা স্বয়ং নড়িতে চড়িতে পারে না, কেবল এক স্থানেই

অচল হইয়া অবস্থিত থাকে। কেহ তাহাদিগকে লইয়া গেলে বা লাড়িয়া দিলে লড়িতে থাকে। ফলতঃ তাহাদের চেতনা নাই, জড় পদার্থ। সেই সকলকে অচেতন কহে। আমাদের বাটীতে যে সকল ঘর দ্বার, ঘটী বাটী, কলসী, মালসী, চাউল ডাউল, অস্ত্র শস্ত্র ও বস্ত্র প্রভৃতি বস্তু আছে, তাহা সমস্তই অচেতন পদার্থ।

বৃক্ষ লতাদিকে উদ্ভিদ পদার্থ কহে। মনোযোগ করিয়া শুন। বৃক্ষ সকল, চেতন পদার্থের তুল্যও নহে, অচেতন পদার্থের তুল্যও নহে। উহারা চলিতে পারে না, কিন্তু দিনে দিনে বর্দ্ধমান হইয়া অচেতন পদার্থাপেক্ষা বিশেষ গুণ ধারণ করে। এবং চেতনেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ পূর্ব্বক ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়, উহারা সেরূপও নহে। উহারা স্থাবর পদার্থ; ভূতল হইতে, যে স্থানে উদ্ভিন্ন হয়, বা মনুষ্য কর্ত্তৃক স্থানান্তরে রোপিত হয়, সেই স্থানেই দিনে দিনে বর্দ্ধমান হইতে থাকে, এবং কালক্রমে পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। অতএব উহারা উদ্ভিদ শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

মুদ্রা, ধাতু।

একদা দয়ারাম অপরাহ্ন কালে কর্ম্মস্থান হইতে ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সে দিন মাসের শেষ দিন হওয়াতে, প্রভুর নিকট বেতন পাইয়াছিলেন। বাটী আসিবামাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র দীনবন্ধু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন পিতৃব্য! অদ্য কি আনিয়াছেন? দয়ারাম অন্যান্য দিন দীনবন্ধুর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদি আনিয়া থাকেন। সেদিন ঘরে মিষ্টান্ন সঞ্চিত ছিল, এজন্য তাহা আনেন নাই। তাঁহার স্থানে যে বেতনের দশটী টাকা ছিল তাহা দীনবন্ধুর হস্তে দিয়া কহিলেন বৎস! এই টাকাগুলি তোমার জননীর নিকট অর্পণ কর।

দীনবন্ধু উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ রৌপ্যমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া, অবাক হইয়া, তাহার প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মুদ্রার অপূর্ব্ব রূপ ও তদুপরি মুদ্রিত অপরূপ চিহ্ন অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এবং

এতাদৃশ অল্পমাত্র বস্তুর তাদৃশ গুরুত্ব অনুভব করিয়া পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ইহা কি পদার্থ? আমি অনেক লোষ্ট্র ও ইষ্টক খণ্ড হস্তে করিয়াছি, তাহার এরূপ ভার নহে এবং তাহার এরূপ বর্ণও নহে। আমি যে দুগ্ধ পান করিয়া থাকি, তাহা শুক্লবর্ণ বটে, কিন্তু এপ্রকার উজ্জ্বল নহে। ইহা কি স্বাভাবিক পদার্থ, কি কোন বস্তুদ্বারা কোন ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে? ইহাতে এ সকল কি চিহ্ন দেখা যাইতেছে? আপনি ইহাকে টাকা বলিলেন, এই টাকা কোথায় জন্মে? পিতৃব্য মহাশয়! যদি এই টাকা বহুসংখ্যক পাওয়া যায় তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হয়।

দয়ারাম, রৌপ্যমুদ্রা দর্শনে বালক দীনবন্ধুর তাদৃশ হর্ষানুবন্ধ দেখিয়া, মুদ্রার মোহন শক্তিকে ধন্যবাদ দিয়া, বলিলেন, বৎস! এই টাকা বড় সুলভ পদার্থ নহে, তুমি অনেক ক্ষণ হস্তে রাখিলে, হয়তো দুই একটী হারাইয়া যাইবে, অতএব তোমার জননীর নিকট এই গুলি রাখিতে দাও। এবং আমিও এই মাত্র আগমন করি

লাম। ক্ষণকাল বিশ্রাম করি। পরে তোমাকে মুদ্রার বিষয় সমস্ত বিস্তারিতরূপে বলিতেছি। দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন। দয়ারাম বস্ত্রাদি পরিবর্ত্ত করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন।

বৎস দীনবন্ধো! মুদ্রার এমনি চমৎকার মহিমা, দেখ, তুমি নিতান্ত বালক, তোমাকেও লোভিত করিয়াছে। তুমি ইহার বিশেষ গুণ কিছুই জান না, তথাপি ইহা অপর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইতে তোমারও অভিলাষ হইয়াছে। বৎস! পৃথিবীর যাবতীয় লোক এই মুদ্রার জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে। আমি প্রত্যহ ভোজনোত্তর বাহির্গত হই, এবং সমস্ত দিন পরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অপরাহ্নে অবকাশ পাই; এক মাস ক্রমাগত এইরূপ করিলে, তবে এই দশটী মাত্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আর, আমা অপেক্ষা হীন লোক অনেক আছে, তাহারা সমস্ত মাস পরিশ্রম করিয়া চারি পাঁচটী মুদ্রার অধিক উপার্জ্জন করিতে

পারে না। এবং এই জগতে এমত ভাগ্যবান্ ও বিদ্বান্ লোক বিস্তর আছেন যে তাঁহারা মাসিক সহস্র মুদ্রারও অধিক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা যৎপরিমাণে বিদ্যোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদের তৎপরিমাণে বিত্তোপার্জ্জন হয়। যাঁহারা অধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা সাংসারিক সুখসম্ভোগ অধিক করিতে সমর্থ হন। আর যাঁহারা কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন না, তাঁহারা নিতান্ত কষ্টে কাল যাপন করেন। ফলতঃ বিনা মুদ্রায় সাংসারিক সুখের উপায়ান্তর কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না। ইহার কারণ তোমাকে বলি শুন।

সম্পত্তিশালী মনুষ্যগণ যে উন্নত অট্টালিকায় বাস করে, যে উত্তম শয্যায় শয়ন করে; যে সমস্ত সুস্বাদ বস্তু আহার করে, যে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ পরিধান করে, যে বহুমূল্য শকটাদি যানে গমনাগমন করে এবং যে সকল সুখ সামগ্রী ব্যবহার করে, মুদ্রা দ্বারা তাহা সমস্তই প্রস্তুত হইতে পারে। মুদ্রা দিয়া পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রদান করিলে

সকলেই সকল কর্ম্ম করিয়া দিয়া থাকে। সম্পন্ন লোকেরা মুদ্রা দ্বারা নানা বস্তু ক্রয় করিয়া, লোকজনকে মুদ্রা দিয়া ঐ সকল অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়া লন। এবং মুদ্রা দ্বারা ঐরূপ নির্ম্মিত অট্টালিকাদিও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। আর, দীন দুঃখী লোকেরা যে কুটীরে বাস করে, ও যে সামান্য খাদ্যসামগ্রী ও গৃহ-সামগ্রী ব্যবহার করে, তাহাতেও, অধিক না হউক, অল্প মুদ্রারও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বৎস! আমাদের যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, আমরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া কতক প্রস্তুত করি, কতক বা মুদ্রা দ্বারা আয়োজিত করিয়া লই। যাহাদের অধিক মুদ্রা আছে তাহাদের সকল কার্য্যই তদ্দ্বারা সম্পাদিত হয়, কায়িক পরিশ্রম কিছুই করিতে হয় না। অতএব মুদ্রা হইলেই সাংসারিক সমস্ত বস্তুই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে মুদ্রায় এত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাহার গৌরব অবশ্যই হইতে পারে।

সংসারস্থ সমস্ত মনুষ্যের যাবতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়, কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি সৎসমু-

দায় প্রস্তুত করিতে কদাপি সমর্থ হয় না। সুতরাং এক এক জাতীয় মনুষ্য এক এক প্রকার বস্তু অধিক মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া থাকে; অর্থাৎ কৃষকেরা কৃষিকর্ম্ম দ্বারা ধান্য, কলায়, সর্ষপাদি খাদ্য সামগ্রী সমুদায় উৎপন্ন করে, তন্তুবায়েরা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, এইরূপ আর আর ব্যক্তি নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম দ্বারা অশেষবিধ আবশ্যক বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রস্তুত করে সে আপন আবশ্যকমত রাখিয়া অতিরিক্ত দ্বারা অন্য ব্যক্তির নিকট অন্যান্য আবশ্যক বস্তু পরিবর্ত্ত করিয়া লয়। এইপ্রকার বস্তু পরিবর্ত্ত দ্বারা সকলেরই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে বিবেচনা কর, বস্তু দিয়া বস্তুর পরিবর্ত্ত করিতে হইলে অনেক অসুবিধা ঘটিতে পারে। তৃণ তূলকাদি স্তূপাকৃতি বস্তু এবং লৌহ সীসকাদি গুরুতর বস্তু স্থানান্তরে বহিয়া লইয়া যাওয়া, আর তাদৃশ অন্যান্য বস্তুর পরিবর্ত্ত করিয়া আনা, ইত্যাদি কর্ম্মে বিস্তর কষ্ট ও বিস্তর বৃথা ব্যয়ের সম্ভাবনা। এবং হঠাৎ

পথিমধ্যে কোন প্রয়োজনীয় বস্তু দেখিতে পাইলে তাহা পরিবর্ত্ত করিবার কোন সদুপায়ই ঘটিতে পারে না। ইত্যাদি নানাপ্রকার অসুবিধা নিবারণের নিমিত্ত দেশের রাজা এই মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছেন। ইহা, ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়াছে। ইহাদ্বারা সকল স্থানে সকল বস্তুই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রা লইয়া সর্ব্বত্রই গতায়াত করা যাইতে পারে। যেখানে যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, এই মুদ্রা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

মুদ্রা একটী ধাতুখণ্ড। ইহা অনায়াসে পাওয়া যায় না, অথচ সর্ব্বদাই সর্ব্বলোকের আবশ্যক হয়; এইজন্য ইহার এত গৌরব হইয়াছে। ধাতু নানাপ্রকার আছে, তন্মধ্যে রৌপ্যদ্বারা টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি প্রভৃত হয়। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধাতু, স্বর্ণদ্বারা যে মুদ্রা নির্ম্মিত হয় তাহাকে মোহর ও গিনি বলা যায়। রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণ অধিক দুর্লভ, এজন্য টাকা অপেক্ষা মোহরের মূল্য ষোলগুণ

অধিক। এইরূপ তাম্রদ্বারা পয়সা, আধপয়সা, ও সিকিপয়সা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য, অপেক্ষা তাম্র অনেক সুলভ ; এজন্য মোহর ও টাকা অপেক্ষা পয়সার মূল্য অনেক. ন্যূন। এক টাকায় ষোল গণ্ডা পয়সা পাওয়া যায়।

আর, আমরা যে ঘটী বাটী ও থালা প্রভৃতি গৃহসামগ্রী ব্যবহার করি, ইহাও এক এক প্রকার ধাতুতে নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহস্থের ভবনেই ঐ সকল সামগ্রী পিত্তল, কাংস্য ও তাম্র নির্ম্মিত ব্যবহার হইয়া থাকে। আর যাহারা অধিক ধনবান্, (রাজা প্রভৃতি,) তাঁহাদের ভবনে রৌপ্য ও স্বর্ণনির্ম্মিত থালা ঘটী বাটী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুতে অনেক সামান্য-সামান্য লোকে বলয় হারাদি নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া, শরীর শোভার্থ অঙ্গে ধারণ করে। আর, লৌহ এক প্রকার ধাতু, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়, এজন্য তাহার মূল্য বড় অধিক নহে। লৌহের মধ্যে যাহা অতি উৎকৃষ্ট, ইস্পাত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্দ্বারা কৃষিকর্ম্মের উপযোগী

ছাত্র খনিত্র কোদাল লাঙ্গল প্রভৃতি এবং যুদ্ধো-পযোগী তরবারি বর্ষা প্রভৃতি, আর সামান্য কর্ত্তনোপযোগী ছুরি কাঁচি বটী প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। সংসারের পক্ষে এই লৌহ ধাতু যাদৃশ উপকারে আইসে ও ব্যবহারে লাগে, এমন আর কিছুই নহে।

ভূগর্ভে স্থানে স্থানে ধাতুর আকর আছে। মনুষ্যেরা আকর হইতে ধাতু উত্তোলন পূর্ব্বক পরিষ্কৃত করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লয়; এবং দেশ দেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। দেশের রাজা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া, বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত, মোহর টাকা ও পয়সা প্রভৃতি মুদ্রা প্রস্তুত করেন। অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে অধিক সঙ্খ্যক মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ হইয়াছে। কলিকাতা নগরে টাকশাল নামক ভবনে ঐ যন্ত্র অনেকগুলি আছে। প্রত্যেক যন্ত্রে প্রত্যহ লক্ষেরও অধিক সঙ্খ্যক মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। যে রাজার রাজ্যকালে ও যে শালে মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত হয়, এবং উহার যত মূল্য,

এই সমস্ত বিষয় মুদ্রার উপর উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এক্ষণকার টাকার উপর ঐ সকল অক্ষর, এবং এতদ্দেশের রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার মুখখানিও মুদ্রিত হইয়াছে।

নদী, পর্ব্বত।

একদা রবিবার দয়ারাম দীনবন্ধুকে লইয়া অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সে দিন দয়ারামের অবকাশ ছিল, কর্ম্মস্থানে যাইবার আবশ্যকতা ছিল না। ক্রমে ক্রমে কথায় কথায় অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। দীনবন্ধু কখন নদী দর্শন করেন নাই, কেবল সামান্য সামান্য পুষ্করিণীই দেখিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ তাদৃশী বিপুলবিসারা দীর্ঘাকারা নদী অবলোকন করিয়া এককালে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এ কি ব্যাপার! আমি এমন জলাশয় কখন দেখি নাই। আমাদের বাটীতে যে পুষ্করিণী আছে, ইহা তাহা

অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত, এবং ইহার দীর্ঘতার বিষয় কিছুই নির্ণয় হইতেছে না।

দয়ারাম। বৎস! ইহা পুষ্করিণী নহে, ইহাকে নদী বলিয়া থাকে। নদীর বিস্তার কোন স্থলে অল্প, ও কোন স্থলে অধিক, কিন্তু দীর্ঘতার আর ইয়ত্তা নাই। দুই চারি শত ক্রোশও হইতে পারে, দুই চারি সহস্র ক্রোশও হইতে পারে। এই যে নদী দেখিতেছ, ইহার নাম গঙ্গা নদী। ইহার দৈর্ঘ্য ৭।৮ শত ক্রোশ। ইহার জল শুভ্রবর্ণ ও অতি নির্ম্মল। ইহাতে স্নান করিলে অতিমাত্র পবিত্র হওয়া যায়, এবং পান করিলে শরীর শীতল হয়। ইহার আর একটী নাম জাহ্নবী। কিন্তু সকল স্থানকে জাহ্নবী বলে না। অতি প্রাচীন কালে ত্রিবেণীতে জহ্নু নামক এক মুনির আশ্রম ছিল। ঐ ত্রিবেণীকে এক্ষণে প্রয়াগ বলিয়া থাকে। সেই ত্রিবেণী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এই নদীকে জাহ্নবী বলা যায়।

দীনবন্ধু। মহাশয়! আর আর জলাশয়ের

যত ইহার জল স্থির নহে, অনবরতই উত্তর দিক্‌ হইতে দক্ষিণে গমন করিতেছে, ইহার কারণ কি ?

দয়ারাম। বৎস ! এই যে পৃথিবীতে আমরা ভ্রমণ করিতেছি, ইহা কত বৃহৎ, ও ইহার কি প্রকার আকার, তুমি তাহার কিছুই জান না। তুমি কমলা লেবু ও বাতাপি লেবু দেখিয়াছ, তাহার যেরূপ গঠন, এই ভূমণ্ডলেরও ঠিক সেইরূপ গঠন ; কিন্তু লেবু অতি ক্ষুদ্র, ও পৃথিবীপিণ্ড অতিশয় প্রকাণ্ড, এইমাত্র বিশেষ। এখন মনে করিয়া দেখ, ভূপিণ্ডের সকল স্থান সমান উচ্চ হইতে পারে না, গোলাকার বস্তুর একস্থান উচ্চ ও অন্য স্থান নিম্ন অবশ্যই হইয়া থাকে। আমরা পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, আমাদের উত্তরে যত দেশ আছে সে সকল ক্রমশঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের দক্ষিণে যাবতীয় দেশ আছে সে সকল ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইয়া রহিয়াছে।

বৎস ! আর একটী কথা বলি, মনে করিয়া রাখ, উন্নত স্থানে জল ঢালিয়া দিলে, তাহা

জল নিম্ন দিকেই গড়িয়া যায়, ইহা জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় হিমালয় নামে এক অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছে, এই গঙ্গা নদী ঐ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে। উত্তর দেশ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশ ক্রমে নিম্ন, সুতরাং জলময়ী গঙ্গা ঐ উন্নত দেশ হইতে পতিত হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন দিকেই যাইতেছে। অতএব এই গঙ্গার জল যে কেন দক্ষিণ দিকেই চলিতেছে, ইহার কারণ, বোধ হয় তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ।

অনন্তর দীনবন্ধু বলিলেন, পিতৃব্য! আপনি কহিলেন ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় হিমালয় পর্ব্বত আছে, কিন্তু তাহার কিরূপ আকৃতি কিছুই বর্ণন করিলেন না। আমি কখন পর্ব্বত দেখি নাই, অতএব পর্ব্বতের বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে শুনিতে পাইলে বড়ই আহ্লাদিত হই, আর ঐ পর্ব্বতের নাম হিমালয় কি জন্য হইল, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

দয়ারাম দীনবন্ধুর মুখে পর্ব্বতবিষয়ে এইরূপ অপূর্ব্ব প্রশ্ন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন; এবং বলিলেন, বৎস! পর্ব্বতের বিষয় সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে। এক্ষণে বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, অতএব সঙ্ক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।

পর্ব্বত, এই পৃথিবীর অবয়ব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। আমরা পৃথিবীর যে স্থানে বাস করিতেছি, পর্ব্বত ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এত উচ্চ যে, দূর হইতে দর্শন করিলে, আকাশের নিম্ন প্রদেশে নিবিড় মেঘোদয় বোধ হইতে থাকে। তুমি যে সকল অট্টালিকা অবলোকন করিয়াছ, তাহা যেরূপ সমভাবে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, পর্ব্বত সেরূপ নহে। উহা ভূতল হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে আরোহণ করিয়া অনেক দূর গমন করিলে ক্রমে ক্রমে অতি উন্নত বোধ হইতে থাকে। তাহার উপর বিস্তর বিস্তৃত ও ক্রমনিম্ন ভূমি আছে। মধ্যে মধ্যে মন্দিরবৎ ও অট্টালিকাবৎ উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল শৃঙ্গ

প্রায় উঠিতে পারা যায় না। আর কোন কোন স্থানে অনেক নিম্ন ভূমিও নয়নগোচর হয়।

বৎস! এই সকল স্থান যেমন কেবল মৃণ্ময় দেখিতেছ পর্ব্বত-স্থান সকল এরূপ নহে, তাহার অধিকাংশই প্রস্তরময়। তাহাতে এক একখানি এমত বৃহদাকার বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত প্রস্তর আছে যে, তদুপরি একদা অনেকে উপবেশনাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে শোণবর্ণ মৃত্তিকাময় ও কঙ্কর-সঙ্কুল বালুকাময় স্থানও বর্ত্তমান আছে, উহার উপর বড় বড় বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। কোন কোন স্থান নানাবিধ দুর্গম অরণ্যে পরি-পূর্ণ। কোন কোন প্রদেশে স্বভাবজাত বহু-সংখ্যক গভীর গহ্বর বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এমত মনোরম গহ্বরও অনেক আছে যে, তাহাতে অনায়াসে প্রবেশপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অব-স্থিতি করিতে পারা যায়। পর্ব্বতের স্থানবিশেষে পর্ব্বতীয় কৃষকেরা ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক নানাবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই শস্য দ্বারা পার্ব্বতবাসী মনুষ্যগণের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

ভূতলের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পর্ব্বত-প্রদেশ উন্নত হওয়াতে, মেঘসংহতি উহার স্থানে স্থানে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে। ঐই হেতু তথায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই সকল বৃষ্টির জল পর্ব্বতীয় নিম্নভূমিতে আসিয়া একত্র মিলিত ও রাশীভূত হয়। বৎস! জলের গতি স্বভাবতঃ নিম্ন দিকেই হইয়া থাকে, ইহা তোমাকে বলিয়াছি। ঐ পর্ব্বতীয় জলরাশি নিম্নে আসিবার কোন পথ প্রাপ্ত হইলেই তদ্দ্বারা ভূতলে পতিত হইতে আরম্ভ হয়। অতি সূক্ষ্ম পথ দিয়া পতিত হইলে তাহাকে প্রস্রবণ ও ঝরণা কহা যায়। আর বৃহৎ পথ দিয়া পতিত হইলে, এই যেমন গঙ্গা দর্শন করিলে, এইরূপ নদী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূতলে যাবতীয় নদ নদী বহিতেছে, সমুদায়ই প্রায় কোন পর্ব্বতীয় জলরাশি অথবা কোন হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া, অনেক দূর বহিয়া গিয়া কোন সমুদ্রে বা হ্রদে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে যাবতীয় পর্ব্বত আছে, ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ

ও বৃহৎ, এই নিমিত্ত উহাকে গিরিরাজ বলিয়া থাকে। উহা এস্থান অপেক্ষা দুই ক্রোশ আড়াই ক্রোশ উচ্চ। ঐ পর্ব্বত ভারত-বর্ষের উত্তরভাগে পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত লম্বমান ও বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্ত উহাকেই ভারতবর্ষের উত্তর সীমা কহা যায়। উহার উপর অনেক বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ আছে, তাহার এক একটী শৃঙ্গকে কৈলাস ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি নামে এক এক ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বত কহিয়া থাকে। হিমালয়ের উপরি-ভাগে বড় বড় নদ নদী ও হ্রদ অনেক আছে, এবং কাশ্মীর নেপাল প্রভৃতি অনেকানেক রাজ্যও রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ দুর্গম অরণ্যও বিস্তর আছে। তন্মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডক প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তু অবস্থিতি করে। আর, কোন কোন স্থানে বহুসংখ্যক রমণীয় নগর ও গ্রাম আছে। তথায় অনেক ধনবান্ বলবান্ ও ভাগ্যবান্ লোক বাস করিয়া থাকেন। উহার মধ্যে কাশ্মীর দেশের জল ও বায়ু মনুষ্যদিগের যেমন সুখসেব্য ও স্বাস্থ্যজনক,

বোধ হয় তেমন আর কুত্রাপি নাই। ঐ হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্যাদি নানাপ্রকার বহুমূল্য ধাতুর আকর আছে।

পৃথিবীর আর আর পর্ব্বতে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ও বন থাকাতে সে সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, হিমালয় গিরি সেরূপ নহে। ইহার অধিকাংশই শুক্লবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ হিমালয়ে শুভ্র প্রস্তর বিস্তর আছে, বিশেষতঃ অনবরত হিমানী পতিত হইয়া সংহত ও রাশীভূত হইয়া রহিয়াছে, এই হেতু দূর হইতে দেখিলেও ঐ পর্ব্বত অপূর্ব্ব শ্বেতবর্ণই অনুভূত হইতে থাকে। একটী শৃঙ্গ অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ হওয়াতে, তাহার নাম ধবল গিরি হইয়াছে। যে স্থলে অধিক হিমানী পতিত হয়, তথায় মনুষ্যেরা গতিবিধি করিতে পারে না। যাইলে হিমে সর্ব্বাঙ্গ জড়ীভূত হইয়া অবশেষে প্রাণ বিনাশ হয়। এইরূপ হিম আছে বলিয়া উহাকে হিমালয় বলিয়া থাকে।

—o—

এক দিন দীনবন্ধু অতিপ্রত্যুষে পিতৃব্যসমভি-ব্যাহারে নগরবিহারে বহির্গত হইলেন। তখন সূর্য্যোদয় হইবার অনেক বিলম্ব আছে, এবং জঙ্গলে, গহ্বরে ও উপবনে অন্ধকারও রহিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, পূর্ব্ববাহী এক প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত পথ ধরিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখেই চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে পূর্ব্ব দিকের গগনতল নির্ম্মল হইতে আরম্ভ হইল, এবং ক্রমে ক্রমে সাতিশয় প্রকাশিত ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। সে দিকে আর কুত্রাপি বিন্দুমাত্র অন্ধকার রহিল না। অনতিবিলম্বেই নভোমণ্ডল পাটলবর্ণ ও পরিশেষে শোণবর্ণ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দীনবন্ধু দয়ারামকে জিজ্ঞাসিলেন পিতৃব্য মহাশয়! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি পশ্চাৎ ভাগে ও উভয় পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম এরূপ অপরূপ ব্যাপার আর কোন দিকেই নাই। এপ্রকার বর্ণপরিবর্ত্ত হই-বার কারণ কি?

দয়ারাম বলিলেন বৎস! প্রভাতে পূর্ব্বদিক্ এরূপ রক্তবর্ণ, কেবল আজি হইতেছে এমত নহে, যত দিন জগদীশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন প্রত্যহই প্রত্যূষে এইরূপ হইয়া থাকে। তুমি দিবসে আকাশে যে সূর্য্য দেখিতে পাও ইহা সেই সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্ব লক্ষণ হইতেছে। আর ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পাইবে, সোনার থালের ন্যায় শোণবর্ণ সূর্য্যবিম্ব অম্বরতলে অবগাহন করিতেছেন। সূর্য্যের কিরণ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ যে অরুণ বর্ণ নয়নগোচর হইতেছে, উহা সূর্য্যেরই কিরণ। সূর্য্য যত অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন ততই ঐ বর্ণ সমধিক উজ্জ্বল হইতেছে। যখন উদয় প্রাপ্ত হইবেন, তখন প্রাতঃকাল হইবে। ক্রমে ক্রমে যখন ঠিক আমাদের মস্তকোপরি উপস্থিত হইবেন, তখন মধ্যাহ্নকাল হইবে। আর যখন পশ্চাৎ দিকে অস্তগমন করিবেন তখন সায়ংকাল হইবে। পুনর্ব্বার আগামি দিনে, আজি যেমন উদিত হইতেছেন, এইরূপ উদিত হইবেন। চির কাল প্রতিদিন এইরূপ হইয়া আসিতেছে।

বৎস! আমরা যে দিঙ্মুখে গমন করিতেছি এবং সূর্য্য উঠিতেছেন ইহাকে পূর্ব্বদিক্ বলে। সায়ংকালে সূর্য্য যে দিকে অস্তগত হইবেন তাহা পশ্চিম দিক্। আর, আমাদের বাম দিক্ উত্তর, ও ডাইন্ দিক্ দক্ষিণ। এই চারি দিক্ ভিন্ন যে চারিটী কোণ আছে তাহাদিগকে বিদিক্ বলিয়া থাকে। ঐ চারি কোণের প্রত্যেকের এক একটী বিশেষ নাম আছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্ত্তী কোণকে অগ্নিকোণ কহে। দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যবর্ত্তী কোণের নাম নৈর্ঋত। পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তী কোণ বায়ুকোণ। এবং উত্তর ও পূর্ব্ব দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ ঈশান কোণ বলিয়া কথিত হয়। বৎস! এক্ষণে তুমি আমাদের বাড়ীটী মনে করিয়া দেখ, এবং বল দেখি তাহার সম্মুখদ্বার কোন্ দিকে রহিয়াছে।

দীনবন্ধু। মহাশয়! আমরা যখন প্রাতঃ-কালে বাটীর সম্মুখ দ্বারে বহির্গত হই, তখন সম্মুখেই সূর্য্যোদয় দেখিতে পাই। অতএব ঐ দ্বার বাটীর পূর্ব্ব দিকে রহিয়াছে।

দয়ারাম। বৎস! তুমি সকলি বুঝিয়াছ, আর তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। এই সূর্য্যোদয় দ্বারাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দিক্‌নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু যখন বর্ষাকালে নিবিড় মেঘে সূর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, অথবা রাত্রিকালে নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন আর এ উপায়ে দিক্‌বিদিক্ বোধ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত মহাবুদ্ধিজীবী ইংরেজ মহোদয়েরা কম্পাস নামে একটী বিচিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ যন্ত্রে একটী আশ্চর্য্য সূচী আছে, উহার এরূপ স্বাভাবিক শক্তি যে,—কি অন্ধকারে, কি মেঘোদয়ে, কি দিবাভাগে, কি রাত্রিযোগে, সর্ব্বকালেই তাহার অগ্রভাগ কেবল উত্তরমুখ হইয়াই অবস্থিতি করে। যদিও সেই সূচী ধরিয়া বলপূর্ব্বক অন্যমুখ করিয়া দেওয়া যায়, তথাপি ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উত্তরমুখ হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ যন্ত্র সঙ্গে থাকিলে দিক্ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আর আদিত্য-দর্শনের প্রয়োজন হয় না। যখন অকূল সমুদ্রে জাহাজ চালান যায়, তখন কম্পাস ব্যতিরেকে দিকের নির্ণয়

আর কিছুতেই হয় না। এই অপূর্ব্ব যন্ত্রের সাহায্যে অর্ণবযান-বাহনে যৎপরোনাস্তি সুবিধা হইয়াছে।

দীনবন্ধু বলিলেন পিতৃব্য! সমুদ্র কিরূপ পদার্থ? তাহা কোথায় আছে?

দয়ারাম বলিলেন, বৎস! সমুদ্র এক প্রকাণ্ড জলরাশি, ভূতলের অধিকাংশ আবৃত করিয়া রহিয়াছে। তুমি যে গঙ্গা নদী দর্শন করিয়াছ, তদপেক্ষা তাহার আকার অত্যন্ত বিশাল। সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া যত দূর দৃষ্টি-পাত করা যায়, কেবল নীলবর্ণ অতি বিস্তীর্ণ অপরিসীম জলরাশি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের দৃষ্টি চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিতে পারে, অতএব দৃষ্টিপথের অতীত বলিলেও সমুদ্রের বিশালতা প্রকৃতরূপ বর্ণিত হয় না। অর্ণবযান আরোহণ করিয়া সমুদ্রের উপর, চারি ক্রোশ কি, কোন কোন স্থলে চারি শত ক্রোশ গমন করিলেও পর পার পাওয়া দুর্ঘট হয়। আর, সমুদ্রের গভীরতা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। ইঙ্গরাজেরা ইহার

নানা স্থানে মানরজ্জু নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ছিলেন, কোন কোন স্থলে চারি পাঁচ সহস্র হস্ত পরিমিত রজ্জুও তলস্পর্শ করিতে পারে নাই। ঐ প্রকাণ্ড জলরাশির মধ্যে কত সঙ্খ্যক কত প্রকার ও কত বৃহৎ জলজন্তু বাস করে, কে বলিতে পারে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে স্থান বিশেষে অনেকানেক পর্ব্বত জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপদ্বীপ সকল জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে।

বৎস! তুমি গঙ্গা নদীতে নৌকা দর্শন করিয়াছ, সেইরূপ অতি প্রকাণ্ড নৌকা হইলেই তাহাকে অর্ণবযান ও জাহাজ কহে। নৌকা যেমন নদ-নদীতে গমন করে, সেইরূপ ঐ জাহাজ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে। জাহাজের ভিতর যথেষ্ট স্থান ও কাষ্ঠময় গৃহ আছে, এমন কি, দুই তিন শত লোক অনায়াসে উহাতে বাস করিতে পারে। দ্বীপান্তরের বণিক্ লোকেরা সমুদ্র-পথে জাহাজে করিয়া তদ্দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন পূর্ব্বক এতদ্দেশে বিক্রয় করে, এবং এতদ্দেশীয় দ্রব্য-

সামগ্রী লইয়া গিয়া তত্তদ্দেশে বিক্রয় করে। আমাদের এক্ষণকার রাজা ইংরাজ বাহাদুরেরা, ইংলণ্ড হইতে এখানে আসিয়া, রাজা হইয়াছেন। ইংলণ্ড দেশে স্থলপথে যাইবার সুযোগ নাই; তাঁহারা সর্ব্বদা জাহাজে করিয়াই সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিয়া থাকেন।

—o—

সূর্য্য।

দীনবন্ধু কহিলেন, মহাশয়! প্রতি দিনই সূর্য্য উদয় হন, আমি সমস্ত দিনই উঁহাকে দেখিতে পাই; কিন্তু উনি কি পদার্থ, আমাদের কি উপকার করেন, এবং আমাদের কত দূরে আছেন, উঁহার কত বড় আকার, উনি পূর্ব্বদিকে উদয় প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমে অস্তগত হন ইহারই বা কারণ কি?

দয়ারাম বলিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে কত অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও কত পণ্ডিত লোক জন্ম হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না।

আর এই সূর্য্যও জগতের সৃষ্টিকাল অবধি প্রতিদিন গগনমণ্ডলে উদয় প্রাপ্ত হইতেছেন। সূর্য্য কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সকল বুদ্ধিমান্ ও সকল পণ্ডিতেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন; কিন্তু অদ্যাপি সুস্পষ্টরূপে কিছুই অবধারিত হয় নাই। কেবল যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মাত্রই নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ একটী প্রকাণ্ড তেজোরাশি গগনদেশে বিরাজ করিতেছেন। উহার অভ্যন্তরে আর কোন পদার্থ আছে কি না, কেহই কিছু বলিতে পারেন না। ঐ তেজোরাশি হইতে সহস্র সহস্র রাশি নির্গত হইয়া ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থ উদ্দীপ্ত করিতেছে।

বৎস! রাত্রিকালে চন্দ্র মঙ্গল বুধ প্রভৃতি যে সকল গ্রহকে তেজোময় দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা বাস্তবিক তেজোময় নহে। সূর্য্যের কিরণ ঐ গ্রহগণের উপরিভাগে সংলগ্ন হওয়াতে উহারা ঐরূপ উজ্জ্বল তেজোময় রূপ ধারণ করে। আমরা রাত্রিকালে সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পাই না, কিন্তু গগনের গ্রহগণ এত উচ্চ স্থানে অব-

স্থিতি করিতেছে, যে রজনীতেও সূর্য্যতেজ তাঁদের উপর পতিত হইয়া থাকে।

বৎস! এই সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে কত উপকার হইতেছে তাহার সঙ্খ্যা নাই। সূর্য্য এই জগতের প্রতিপালন-কর্ত্তা, উনিই যাবতীয় জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ পদার্থ সকলকে জীবিত রাখিয়া ও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিশীল করিয়া, জগতের সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর রস ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাতেই আকাশতলে জল-সঙ্ঘাত স্বরূপ বারিবাহ উৎপন্ন হইয়া, সময়ে সময়ে ভূভাগে জল বর্ষণ করে। সূর্য্যের উত্তাপ লাগিয়াই বৃক্ষ লতা ও তৃণাদি উদ্ভিদ পদার্থ সকলের রসাকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহারা দিন দিন বর্দ্ধমান ও নানাবিধ পুষ্প ফলে শোভমান হইতে থাকে। সেই সকল ফল ও তৃণ পত্রাদি দ্বারা মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় জীব জন্তুর আহার নির্ব্বাহ হয়। আহার ব্যতিরেকে কাহারও জীবন ধারণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ যদি সূর্য্য উদয়

না হইত, তাহা হইলে রসাতলের রসাকর্ষণ কে করিতে পারিত। রসাকর্ষণ না হইলে গগন-মণ্ডলে মেঘ জন্মিত না, ভূতলে বর্ষণ হইত না, ধান্য কলায়াদি শস্য উৎপন্ন হইত না, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলও জীবিত থাকিয়া ফলোৎপাদন করিতে পারিত না। সুতরাং আহারা-ভাবে কি মনুষ্য, কি পশু পক্ষী, কি অন্যান্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জন্তু, সকলকেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইত। আর কার্পাসাদি যে সকল বৃক্ষের সাহায্যে বস্ত্র বয়নাদি সংসারের নানা-বিধ শিল্পকর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের রোগ পীড়ার উপশমের নিমিত্ত যে সকল ওষধি-লতার সাহায্যে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, সূর্য্যের অভাবে এ সমস্ত ব্যাপার আর কোন প্রকারেই সম্পাদিত হইতে পারিত না।

বৎস! এখন মনে ভাবিয়া দেখ, এই সূর্য্য হইতে আমাদের কি অনির্ব্বচনীয় উপকার লাভ হইতেছে। যেমন এক জন গৃহস্থ আপন পরিবারবর্গের অধ্যক্ষ হইয়া তাহাদের বিপদ্

নিবারণ ও সম্পদ্ সাধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; এবং যেমন এক জন রাজা দেশের সমস্ত প্রজার প্রতি সম-ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া, সাধারণের মঙ্গলকর বিবিধ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগের সুখ সচ্ছন্দ সাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন; তেমনি এই সূর্য্য জগতের যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন।

সূর্য্য আমাদের অনেক দূরে অবস্থিত আছেন। আমরা যে পৃথিবীতে রহিয়াছি, এই পৃথিবী হইতে নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল অর্থাৎ চারি কোটি আঠার লক্ষ ক্রোশ অন্তরে সূর্য্য স্থিতি করিতেছেন।

বৎস! কত দূর হইলে এক মাইল অথবা এক ক্রোশ হয় তাহা তুমি জান না, [illegible] শুন। আমার এই অঙ্গুলির পর্ব্ব দেখিতেছ, এই পর্ব্বের যত টুকু পরিমাণ, তাহাকে এক ইঞ্চি বলা যায়। এইরূপ অষ্টাদশ ইঞ্চিতে এক হস্ত হয়। তিন হাজার পাঁচ শত বিংশতি হস্তে এক মাইল, এবং আট হাজার হস্তে এক ক্রোশ

হইয়া থাকে। তুমি এখন মনে করিয়া দেখ, আমরা বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছি; অর্থাৎ এখান হইতে আমাদের বাটী পর্য্যন্ত মাপিয়া গেলে, আট হাজার হস্ত হইবে। এই প্রকার পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে মাপিয়া গেলে যত দূরে আট হাজার হস্ত হয়, সেই স্থান পৃথিবী হইতে এক ক্রোশ ঊর্দ্ধ।

এক সঙ্খ্যাকে দশগুণ করিলে দশ হয়। দশকে দশগুণ করিলে এক শত। এক শতকে দশ-গুণ করিলে সহস্র অর্থাৎ হাজার হয়। হাজারকে এক শত গুণ করিলে লক্ষ। লক্ষকে এক শত গুণ করিলে কোটি হইয়া থাকে। এই রূপে এক সঙ্খ্যাকে ক্রমে ক্রমে দশ দশ গুণ করিয়া যত সঙ্খ্যা হয় তাহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

একং দশ শতঞ্চৈব সহস্র-মযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটি-রর্ব্বুদমেব চ।
বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খ-পদ্মৌচ সাগরঃ।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্॥

বৎস! তুমি সূর্য্যকে একখানি রক্তবর্ণ বড় থালার মত দেখিতেছ, কিন্তু উহার আকার এত ছোট নয়। উহা অত্যন্ত প্রকাণ্ড পদার্থ। আমাদের অতিশয় দূরে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া ঐরূপ ছোট দেখাইতেছে। ঐ যে আমাদের খানিক দূরে একটী মানুষ আসিতেছে, উহাঁকে একটী এক বৎসরের মত ছোট দেখা যাইতেছে, কিন্তু নিকটে আসিলে ওরূপ থাকিবে না, অনেক বয়সের মানুষ দেখিতে পাইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আধ ক্রোশ অন্তরে যখন মানুষকে এতাদৃশ ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, তখন, সূর্য্য আমাদের কত কোটি ক্রোশ অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, উহাঁকে যেরূপ দেখা যাইতেছে উহা অপেক্ষা উনি অনেক কোটিগুণে বৃহৎ পদার্থ। বৎস! এই পৃথিবী যেরূপ বৃহৎ পদার্থ তাহা তুমি কতক বুঝিতে পারিয়াছ, সূর্য্য ইহা অপেক্ষা বহুতর গুণে বৃহৎ। কেবল দূরের নিমিত্ত আমাদের ছোট বোধ হইতেছে।

বৎস! এই সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত হন কেন, তাহা তোমাকে

বলিতেছি, কিন্তু তুমি সম্পূর্ণরূপ বুঝিয়া হৃদ্গত করিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না। যাহা হউক শুন। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি ইহা প্রতিদিনই এক বার করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর যে ভাগে আছি সেই ভাগেই রহিয়াছি। এবং সূর্য্য আপন স্থানে স্থির হইয়াই রহিয়াছেন। সুতরাং ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর যখন যে ভাগ সূর্য্যের অভিমুখে যায় তখন সেই ভাগে দিন হয়, তদ্বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। অতএব সূর্য্য প্রথমতঃ প্রভাতে পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হন, এবং পশ্চিমে অদৃশ্য হন, অর্থাৎ পৃথিবীর আড়াল পড়িয়া আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হন। আর আমাদের অনেক পশ্চিমে যাহারা বাস করিতেছে, আমাদের অপেক্ষা তাহাদের সায়ংকাল কিছু বিলম্বে হয়, যে হেতু সূর্য্য আমাদের অদৃশ্য হইলেও তাহাদের কিছুকাল দৃষ্টিগোচর থাকেন।

দীনবন্ধু কহিলেন পিতৃব্য! পৃথিবী প্রতিদিন একবার করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতেছে, আর

সূর্য্য স্থির হইয়া রহিয়াছেন, কেবল এই ব্যাপার টা না বুঝিয়াও মানিয়া লইতে হইল, কিন্তু পূর্ব্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত, ইহা অনায়াসেই বুঝা গেল। দয়ারাম দীনবন্ধুর এইরূপ অসাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রভাব অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলেন, সেদিন অনেক বেলা হইল, উভয়ে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে দীনবন্ধু পিতৃব্য দয়ারাম শর্ম্মার সমভিব্যাহারে নিত্য নিত্য প্রত্যূষে ভ্রমণ করিয়া জগতের নানা পদার্থের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইল, এই অল্প বয়সে তিনি যে এত অধিক বিষয় জানিতে পারিলেন ইহা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও উৎসাহ-প্রভাবেই হইয়া উঠিল। তাঁহাকে যত্ন করিয়া উপদেশ দিতে হইত না, তিনি যখন যে নূতন বিষয় দৃষ্টিগোচর করিতেন, আপনিই যত্ন প্রকাশ করিয়া, পিতৃব্য, পিতা, বা যে কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিতেন, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসিয়া তদ্বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। শিক্ষা বিষয়ে যে বালকের এরূপ

আরো, তাহার যে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে।

একদিন বেলা দশ ঘণ্টার সময় দীনবন্ধু নিজ বাটীর সম্মুখ-দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, এমত সময়ে দেখিলেন তাহারি সমবয়স্ক কতগুলি বালক বহি হস্তে করিয়া পথে চলিয়া যাইতেছে। দীনবন্ধু অমনি বাটীর মধ্যে আসিয়া আপন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আমার মত কতকগুলি বালক একত্র হইয়া বহি হস্তে করিয়া কোথায় যাইতেছে? তাহারা সকলেই পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। আহা, তাহারা কেমন আহ্লাদে সহাস্য বদনে গমন করিতেছে। আমার ইচ্ছা হয় উহাদের সঙ্গে যাই।

দীনবন্ধুর মাতা পুত্রের এই কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, বৎস! ঐ বালকেরা বিদ্যা শিখিবার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতেছে। তোমার যদি উহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে আমি অবিলম্বেই তোমার পিতাকে বলিয়া, তোমাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া স্বামীকে সেই বিষয় জানাইলেন। কৃপারাম শর্ম্মা গৃহিণীর মুখে প্রিয়পুত্র দীনবন্ধুর পাঠশালায় যাইবার আগ্রহ জানিতে পারিয়া, পরম পুলকিত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দয়ারামকে ডাকিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি দীনুকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজকীয় বিদ্যালয়ে গমন কর, এবং তথাকার অধ্যক্ষ মহাশয়কে কহিয়া রীতিমত বিদ্যালয়ে প্রবেশিত করিয়া দাও। দীনবন্ধুর নিমিত্ত যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ে যে বেতন দিতে হইবে তাহা যেকোন রূপে পারাযায় নির্ব্বাহ করা যাইবে। যদি একান্ত আর কোন সুবিধা না হইয়া উঠে, অন্ততঃ সংসার-ব্যয়ের উপঘাত করিয়াও দেওয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের আহারাদি বিষয়ে যে ক্লেশ হইবে, তাহা অবশ্যই সহ্য করা উচিত। কারণ, যে মাতা পিতা পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অযত্ন করেন, তাঁহারা পুত্রের পরম শত্রু। পুত্রের বিদ্যাভ্যাস না করাইলে তাঁহাদের অসীম অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতে বড় বিলম্ব

হয় না। পুত্র মূর্খ হইলে অবিলম্বেই নানা-প্রকারে উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সে যে কত দুঃসহ যন্ত্রণা, যাঁহাদের পুত্র মূর্খ হইয়াছে তাঁহারাই বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে-ছেন। অতএব ব্যয় করিবার ভয়ে যে পিতা মাতা পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা বিধানে বিমুখ হন, তাঁহাদের তুল্য অবোধ ও অবিচক্ষণ এ জগতে আর নাই। দয়ারাম, দীনবন্ধুর বিদ্যাশিক্ষার প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রদান করিলেন।

শোভন গ্রামে একটী অতি উত্তম বিদ্যালয় ছিল। তথাকার বিদ্যানুরাগী ভূস্বামী স্বদেশীয় ভদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়নার্থ ঐ বিদ্যালয়টী স্থাপিত করেন। ঐ বিদ্যামন্দিরে পৃথিবীর মান-চিত্র, খগোল ও ভূগোলের প্রতিকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলক ও প্রস্তরফলক, এবং নানা দেশীয় নানা জাতীয় পশু পক্ষী প্রভৃতির আলেখ্য, ও শিক্ষোপযোগী দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র, এবং বেলানির্ণায়ক ঘটিকা-যন্ত্র ও আর আর শিক্ষাসামগ্রী সমস্ত সজ্জিত ছিল। ফলতঃ উহাতে সামগ্রী সমাধা-

নের অসদ্ভাবে কোন বিষয়ক উপদেশের ব্যাঘাত হইত না।

শোভন গ্রামের বিদ্যালয়ে, ঐ গ্রামবাসী ও নিকট গ্রামবাসী তিন চারি শত বালক অধ্যয়ন করিত। ছাত্রদিগের শ্রেণীভেদে চারি আনা আট আনা করিয়া মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত ছিল। ইহাতে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহাতেই প্রায় স্কুলের তাবৎ ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক ব্যয় উপস্থিত হইলে ভূস্বামী নিজ হইতে তাহা প্রদান করিতেন। তথায় ইংরাজী, বাঙ্গলা, ও উপর শ্রেণীতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও অধ্যয়ন হইত।

বিদ্যালয়ে দশটী শ্রেণী ও দশ জন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। পাঁচ জন ইংরাজী পড়াইতেন, আর পাঁচ জন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করাইতেন। প্রধান অধ্যাপকের প্রতি তাবৎ বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত ছিল, এবং ভূস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া উত্তম উত্তম নিয়ম নিরূপণ ও ছাত্রগণের পরীক্ষাদি করিতেন। ভূস্বামীর এইরূপ অনুরাগ

ও উৎসাহ প্রদান-প্রযুক্ত অধ্যাপকগণ সন্তুষ্ট ও অতি নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যাপনা কর্ম্ম অতি উত্তম-রূপে নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাতে ঐ দেশের ভদ্র সন্তান মাত্রেই প্রায় কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র হইয়াছিলেন।

ঐ বিদ্যালয়ে পাঠের নিয়ম অতি সুন্দর ছিল। প্রত্যহ এগার ঘণ্টার সময় পাঠারম্ভ হইয়া চারি ঘণ্টার সময় পাঠ ভঙ্গ হইত। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যোগ্যানুসারে কোন শ্রেণীতে তিন ঘণ্টা ইংরাজী ও দুই ঘণ্টা বাঙ্গলা এবং কোন শ্রেণীতে দুই ঘণ্টা ইংরাজী ও তিন ঘণ্টা বাঙ্গলা পাঠ হইত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ নবম ও দশম শ্রেণীতে শিশুগণ প্রথম নিযুক্ত হইয়া, বর্ণ-পরিচয়, বস্তু পরিচয়, বোধোদয় এবং শব্দার্থ পদার্থ ও বাক্যার্থের বোধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিত। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে নীতি-সার, নীতিবোধ প্রভৃতি নীতি-জ্ঞান সম্পাদক পুস্তক এবং ভূগোলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্ক পুস্তক, এবং ভাষা-জ্ঞানজনক আর কতিপয় পুস্তক পাঠ করিত, এবং ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বাক্য রচনা ও লিপি কর্ম্মের অভ্যাস করিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে এমন পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিত যে তাহাতে পূর্ব্বশিক্ষিত গুলি বাহুল্যরূপে অবগত হইতে পারা যায়। অধিকন্তু ব্যাকরণ এবং পূর্ব্বতন ইতিবৃত্তের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ পরিজ্ঞাত হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে সম্পূর্ণ ভূগোলবৃত্তান্ত, তাবৎ দেশের ইতিহাস, আর সমস্ত গণিত শাস্ত্রের অনুশীলন, এবং নানাবিষয় বর্ণনা ও প্রবন্ধরচনা করিবার রীতি শিক্ষা হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদার্থ-বিদ্যা, খগোলবৃত্তান্ত, দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ভাষার অভ্যাস হইত।

ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটী অতিবিস্তৃত গৃহ ছিল। তাহার অভ্যন্তরে এক দিকে অধ্যাপকের আসন, এবং আর তিন দিকে এরূপ উপায়্যপরিপাটীতে কাষ্ঠাসন বিন্যস্ত ছিল যে এক কালে দুই তিন শত বা ততোধিক বালক তাহাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক, অনায়াসে অধ্যাপকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

তাঁহার মুখ-বিনির্গত উপদেশ-বাক্য উপলব্ধ করিতে পারিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে যেরূপ পাঠের নিয়ম ছিল, তদ্ভিন্ন, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন, পর্য্যায় ক্রমে এক এক জন অধ্যাপক দুই তিন শ্রেণীর ছাত্র একত্র করিয়া ঐ গৃহে উপ-বেশন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নানা বিষয়ের উপ-দেশ প্রদান করিতেন। ঐ উপদেশ গুলি তাঁহারা পূর্ব্বে সংগৃহীত ও বিবেচিত করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। ছাত্রেরাও তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য লিখিয়া লইত, এবং সময়ান্তরে পুনর্ব্বার তাহার অনুশীলন করিত। এইরূপ নিয়ম থাকাতে বিদ্যালয়ের তাবৎ ছাত্রই ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ হইয়া উঠিত। তাহারা শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের উপায়, শারীরিক অস্থি মাংস শোণিতাদির ব্যবস্থান, দ্রব্যগুণ নির্ণয়, ধর্ম্মবিষয়ক নানা বিধ বৈধকর্ম্মের বিধান, জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি-স্থাপন, পরিবার, সুহৃদ্বর্গ ও উদাসীনের প্রতি যথোচিত ব্যবহার, সংসার-ধর্ম্মের কর্ত্তব্যতাবধা-রণ, ইত্যাদি নানা বিষয় অবগত হইত। ঐরূপ

রীতিতে অধ্যাপকেরা কখন কখন, ছাত্রগণের পূর্ব্বপঠিত ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতির স্থূল স্থূল বিবরণ এবং যন্ত্রাদি দ্বারা প্রত্যক্ষে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেন।

দয়ারাম ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া, ঐ বিদ্যালয়ের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাতিশয় মেধাশক্তি প্রযুক্ত বর্ণমালা সমুদায় অবিলম্বেই পরিচিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যাপকগণ যখন পাঠ বলিয়া দেন দীনবন্ধু তখন এমন মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, ও এমন তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লন যে আর পুনরায় তাহা আলোচনা করিতে হয় না। ঐ শ্রেণীর অন্যান্য বালকেরা তাঁহার নিকট পাঠ বলিয়া লইয়া অভ্যাস করে, কিন্তু দীনবন্ধুকে আর কাহারো নিকট কিছুই বলিয়া লইতে হয় না। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি

কনিষ্ঠ শ্রেণীর নির্ণীত পাঠ্য পুস্তক সকল উত্তম-রূপ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। আর আর বালকেরা ঐ শ্রেণীতে ছয় মাস পাঠ না করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, কিন্তু দীনবন্ধু দুই তিন মাস মধ্যেই সমুদায় শেষ করিয়া উপরি শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। এবং সেই শ্রেণীর নিয়মিত গ্রন্থগুলি অন্যাপেক্ষা অল্প দিনেই অভ্যস্ত ও কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল শ্রেণীতেই শ্রেষ্ঠ-রূপে পরিগণিত হইয়া দীনবন্ধু বিদ্যালয়স্থ তাবৎ ব্যক্তিরই পরম প্রীতিপাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি যদবধি ঐ পাঠশালায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে এক বারও বাধ হয় নাই, এবং প্রতিবারেই প্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কৃপারাম শর্ম্মাকে দীনবন্ধুর নিমিত্ত অধিক পুস্তক বা লেখনী ও পত্র প্রভৃতি শিক্ষাসামগ্রী প্রায়ই ক্রয় করিতে হয় নাই। কেবল পাঠশালার নিয়মিত বেতন মাত্র প্রদান করিয়াই

তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। দীনবন্ধু আপন গুণেই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নানা-বিদ্যায় বিলক্ষণ কৃতকর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন।

দীনবন্ধুর চরিত্র অতি চমৎকার। যে ব্যক্তি বাস্তবিক সচ্চরিত্র হয়, শৈশব কালাবধিই তাহার সাধুতায় লক্ষণ বিলক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। দীনবন্ধু এই বাল্যাবস্থাতেই পিতা-মাতার প্রতি যেরূপ ভক্তিযুক্ত ব্যবহার, আর আর পরিবারের প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রকাশ, এবং বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও সতীর্থবর্গের প্রতি যেরূপ বিনীত আচরণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি তাবৎতেই সম্পূর্ণ প্রীতিপ্রকাশ ও স্নেহবিতরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ দীন-বন্ধুর সহিত যাঁহার একবার আলাপ পরিচয় হইত, তাঁহার গুণে তাঁহাকে অবশ্যই বশীভূত হইতে হইত। যখন যে সমাজে বালকবর্গের বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত, সর্ব্বাগ্রে দীনবন্ধুর প্রশংসা না করিয়া ও তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া, কেহই নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না।

দীনবন্ধু নিতান্ত সুন্দর বালক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার শরীরসৌষ্ঠব ও মুখভঙ্গী অতি উত্তম ছিল। বিশেষ, তাঁহার বদনমণ্ডলের এমনি প্রসাদগুণ যে, যিনি দর্শন করিতেন তিনিই আহ্লাদিত হইতেন। দীনবন্ধুর সর্ব্বদা সস্মিত বদন. তিনি কখন কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কটু কথা প্রয়োগ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই, সকল ব্যক্তিকেই স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিতেন। বিনয় বা স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক যাহার সহিত যেরূপ আলাপ করিতে হয় তদ্বিষয়ে দীনবন্ধুর বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইত না ফলতঃ দীনবন্ধুকে দেখিলেই বোধ হইত, যে সর্ব্বদাই প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ, বিনয়রসে অভিষিক্ত ও স্নেহসুধায় পরিলিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন

বাল্যাবস্থাতেই দীনবন্ধু দয়াগুণের নানা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাঠশালায় কোন দরিদ্র বালকের পুস্তকাভাবে পাঠের ব্যাঘাত ঘটিলে, দয়ালু দীনবন্ধু আপন পারি- তোষিক হইতে তাহাকে পুস্তক দিতেন। কোন বালকের পীড়া হইলে দুই বেলা তাহার বা

গিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। ক্রীড়ার সময়ে দৈবাধীন কোন বালকের গুরুতর আঘাত লাগিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার আহত স্থানে শীতল জল ও ব্যজন-বায়ু প্রদান পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেন। আর তিনি জল খাইবার নিমিত্ত নিত্য নিত্য যে দুইটী পয়সা পাইতেন, প্রত্যহ পাঠশালায় যাতায়াতের সময় পথিমধ্যে দীন দরিদ্র অনাথ ভিক্ষুক দেখিলেই তাহাকে সেই পয়সা প্রদান করিতেন। বুভুক্ষার্ত্ত ভিক্ষুক পয়সা পাইয়া অসীম আনন্দে মগ্ন হইয়া আশী-র্ব্বাদ করিতে থাকিত, দীনবন্ধু তৎকালে তাহার সেই ভাবভঙ্গী দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, ঐ পয়সায় মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিলে কদাপি তাদৃশ হইতেন না।

দীনবন্ধু যে কয় বৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে একটী অসাধারণ বুদ্ধি ও অসা-মান্য দয়ার কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি-দিন পথে যাতায়াতের সময় দীন দরিদ্র অনাথ লোকের দুরবস্থা দর্শন করিয়া মনে মনে মহা-দুঃখিত হইতেন। আপনার জল খাইবার পয়সা

দুটী প্রদান করিয়াও মনের প্রকৃত সন্তোষ জন্মিত না। দুই পয়সাতে একটী ব্যক্তিরেকে অনেকগুলি দরিদ্র লোকের যৎসামান্য উপকারও দর্শিতে পারে না। অতএব তিনি এক দিন মনে মনে ভাবিলেন "আমরা বিদ্যালয়ে যতগুলি ছাত্র অধ্যয়ন করি, যদি সকলেই আপন আপন জলপানী পয়সা হইতে নিত্য নিত্য এক একটী প্রদান করি, তাহা হইলে প্রতিদিন ৫।৭ টাকা সঞ্চিত হইতে পারে। ক্রমাগত এই রূপ সংগ্রহ হইলে, মাসে মাসে দুইশত টাকারও অধিক, এবং এক বৎসরের মধ্যে দুই সহস্র মুদ্রারও অধিক সঞ্চিত হইবে। এই প্রকারে কয়েক বৎসর সঞ্চয় করিতে পারিলে সেই সঞ্চিত ধন হইতে অনায়াসেই অনেকগুলি দীন দরিদ্র লোকের ভরণ পোষণ চলিতে পারিবেক, এবং অনেকগুলি অনাথ বালকের বিদ্যোপার্জনও হইতে পারিবেক। অথচ সেই ধন সঞ্চয়ের জন্য কাহারো বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না।"

দয়াল দীনবন্ধু মনে মনে এই কল্প স্থির

করিয়া, বিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকটে একে একে সেই প্রস্তাব করিলেন। বালকেরা সকলেই তাঁহার গুণে বশীভূত ও বাধ্য হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা এই সৎপ্রস্তাবে সকলেই সম্পূর্ণ সম্মত হইল, এবং উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক নিত্য নিত্য দীনবন্ধুর হস্তে এক একটী পয়সা প্রদান করিতে লাগিল। দীনবন্ধু প্রতিদিন সেই পয়সাগুলি প্রধান অধ্যাপকের নিকট সমর্পণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহা রাজভাণ্ডারে রীতিমত সঞ্চিত রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কালের মধ্যেই ঐ সম্পত্তি বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ভূস্বামী মহাশয় এই বিষয় অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলেন, বলা যায় না। তিনি ঐ বিপুল ধনরাশির নাম "দীনবন্ধু সম্পত্তি" রাখিলেন। নিয়ম করিয়া দিলেন, তাহার উপস্বত্ব কেবল অনাথগণের উপকারার্থই ব্যয় হইবে, আর কোন বিষয়ে তাহা অপচয় না হয়। এবং আর আর প্রকারে ঐ সম্পত্তি যাহাতে ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইতে পারে তাহার বিশিষ্ট উপায় করিয়া দিলেন।

বালক দীনবন্ধুর উদ্যোগে এই অতি মহৎ-ব্যাপার সম্পন্ন হইল দেখিয়া, তথাকার অধ্যাপকগণ এবং প্রধানপ্রধান ছাত্রবর্গ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষ, ঐ দেশস্থ পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ও বিদ্যোপার্জ্জন অক্লেশেই নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি দরিদ্র লোকদিগের আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইল না। মহাত্মা ভূস্বামী মহাশয় একটী অতি বিস্তীর্ণ দরিদ্রশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহাতে দেশের যাবতীয় অকর্ম্মণ্য দীন হীন ব্যক্তি সুখে অবস্থিতি করিয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। ঐ দীনবন্ধু-সম্পত্তি হইতেই এই বিশাল ব্যাপার চিরকাল সম্পন্ন হইতে লাগিল। শোভন গ্রামের তাবৎ লোক দীনবন্ধুর এই অলোক-সামান্য বুদ্ধিনৈপুণ্য ও দয়া দাক্ষিণ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে কতই আশীর্ব্বাদ ও কতই প্রশংসা করিতে লাগিল।

দীনবন্ধু এইরূপে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্প বয়সের মধ্যেই একপ্রকার কৃতবিদ্য

হইয়া উঠিলেন। বিদ্যালয়ের সমুদায় অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার নানাপ্রকার অসামান্য গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্নেহ করিতেন। দীনবন্ধুর পাঠ সমাপ্তি হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে স্থানান্তরে যাইতে দিলেন না; আপাততঃ ঐ পাঠশালারই একটী ক্লাশে সহকারী অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করিলেন, এবং মাসিক ২০ টাকা করিয়া বেতন অবধারণ করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু অধ্যক্ষ মহাশয়ের এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার পিতা মাতা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, মনে করিলেন, বৎস দীনবন্ধু হইতে এত দিনের পর আমাদের সৌভাগ্য লাভ। সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবেক তাহার সোপান হইয়া উঠিল।

দীনবন্ধু বাল্যকালাবধি যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া মনুষ্য-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি সেই বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হইয়া, কত শত শিশুকে মনুষ্যমধ্যে গণনীয় করিবার

নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। নানাজাতীয় অসংখ্য বালকের অধ্যাপক হইলে, অধ্যাপককে যে সকল গুরুতর বিষয়ে দায়ী হইতে হয়, দীনবন্ধু তাহা উত্তম রূপ জানিতেন।

পরমেশ্বর এই জগন্মণ্ডলে মনুষ্য জাতিকে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিপ্রায়,—"মনুষ্য-গণ শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বুদ্ধিশালী হইবে, এবং সেই বুদ্ধি সহকারে বিবেচনা পূর্ব্বক জগ-তের নানাবিধ মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সচেষ্ট থাকিবে।" শিশুগণ জন্মিবামাত্রেই কিছু যাবতীয় বিষয়ের বিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক বিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের উপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ নানা বিষয়ের জ্ঞান উপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের বিজ্ঞতা বৃদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্তই, বিজ্ঞতম মনুষ্যেরা, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও নানা বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ লাভ করিয়া, বাল-

কেরা ক্রমশঃ মনুষ্যপদবীতে পদার্পণ করে, এবং জগতের কুশল সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা যথাসাধ্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, জগদীশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে থাকে।

যে অধ্যাপকের উপদেশ বলে ও শিক্ষা-প্রদান কৌশলে, শিশু সকলে কৃতবিদ্য হইয়া উঠে, তাঁহাকেই প্রকৃত অধ্যাপক বলা যায়। তিনিই যথার্থ ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম করিয়া প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারেন। আর যাঁহার অনাদর ও অপরিশ্রম প্রযুক্ত বালক-বৃন্দের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির উন্নতি হয় না, তিনি কেবল নামমাত্রেই অধ্যাপক। নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবিধানে সম্পাদন না করিয়া—জগদীশ্বরের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ না করিয়া, তাঁহাকে বালকগণের, বিশেষতঃ সমস্ত জগতের, অনিষ্ট করণ জন্য দোষের ভাগী হইতে হয়। আর পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি যে গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত রূপে বহন না করাতে তাঁহাকে জগদীশ্বরের নিকটে এ বিষয়ের দায়ী হইতে হয়।

শিশুদের পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা নিজ নিজ বালকদিগকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়া দেন, এবং বিদ্যালয়ের নিয়মিত বেতনাদি যথাবিধানে প্রদান করিতে থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি এমন দুঃস্থ আছেন যে ঐরূপ বেতনাদি প্রদান করিতে তাঁহাদের বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তথাপি যেরূপে পারেন তৎপ্রদানে কদাপি বিরত হন না। তাঁহারা মনে মনে আশা করেন আমাদের বালকটী বিশিষ্টরূপ বিদ্যাশালী ও সুশীল হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগের সকল কষ্টই নষ্ট হইতে পারিবে। ফলতঃ অনেকেরই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের দোষে যদি সেই সকল বালক অকৃতবিদ্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে এ বিষয়ে অধ্যাপককে কত দোষের ভাগী হইতে হয়, বলিবার প্রয়োজন কি? তাঁহা হইতে সেই অকর্ম্মণ্য বালকের পিতা মাতার এত অর্থ ব্যয়, এত কষ্ট স্বীকার, ও এরূপ ভবিষ্যৎফলাশা, সকলই নিষ্ফল হইল, বলিতে হইবে। বালকের বয়ঃক্রম বৃথা অতি-

ক্রান্ত হওয়াতে, আর কোন অধ্যাপকের নিকট আর যে কখন বিদ্যাভ্যাস ও সদুপদেশ লাভ হইবে, এজন্মে তাহার আর সম্ভাবনা থাকে না। আর, পিতা মাতা, শিশুদের সদুপদেশ দান ও বিদ্যাশিক্ষা বিধান রূপ আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত, বিদ্যালয়ের অধ্যাপককে যে ভারার্পণ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও প্রকৃতরূপে সেই ভার গ্রহন করিবেন বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন না হওয়াতে সেই অধ্যাপককে অঙ্গীকার-ভঙ্গ-জন্য অবশ্যই দোষের ভাগী হইতে হয়, এবং সেই মূর্খ শিশুর পিতা মাতার নিকট সম্পূর্ণ রূপে দায়ী হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন ধার্ম্মিক দীনবন্ধু ক্রমশঃ প্রধান অধ্যাপক হইয়া, পাঠ-শালার ছাত্রদিগকে অতি উত্তম রূপ শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক, সকলকেই কৃতবিদ্য ও সুশীল করিয়া তুলিলেন, এবং ক্রমেই দেশের মঙ্গলোন্নতি হইতে লাগিল। ইতি

সমাপ্ত।